ত্রিদিববিজয়

কাব্য।

শ্রীশশধর রায়

প্রণীত।

কলিকাতা ;

২০১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ; বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত
ও
১৩/৭, বৃন্দাবন বসুর লেন ; সাহিত্য যন্ত্রে
শ্রীযজ্ঞেশ্বর ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১৩০৩।

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১	১৩	স্তুতিগীতি	স্তুতিগীত
২	২	বসি	বশী
৮	১	দেশে	দেশ
২৪	১৮	বিশাল	বিষাণ
৩১	৮	বরিথার দিনে দেন বধূ	বরিষার দিনে দিবা বধূ
৩৮	১	দস্যু	দৌস্থ্য।
৪৮	৯	হা	যা'
৪৮	২০	চির দিন	চির দীন।
৬৭	১৮	অস্তরের	অনন্তের
৯০	৯	শুনিয়া	শুনি যা'
৯৪	১১	এল	ফল
১০৪	২২	অগনিত, দৈত্যসহ ;—	অগণিত,—দৈত্যসহ
১২২	২১	নাথ	নাথ ?

ভূমিকা।

এই গ্রন্থে যে সকল যুক্তাক্ষর ব্যবহৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে কতিপয় যুক্তাক্ষরকে এবং কোনও কোনও স্থলে দীর্ঘস্বরকে দীর্ঘ উচ্চারণ করিতে হইবে।

কোনও কোনও স্থানে শব্দের কোন কোন অক্ষরকে লুপ্ত রাখা হইয়াছে। যথা :—"অবতীর্ণ" স্থলে 'বতীর্ণ, "পরিণয়" স্থলে পরিণ'। আশা করি, ইহাতে যতিভঙ্গ কিম্বা অর্থবোধের ব্যাঘাত জন্মিবে না।

পূর্ব্বগামী কবিদিগের ভাব এবং ভাষাও সময় সময় স্বতঃই আসিয়া উপস্থিত হয়। কোথাও বা স্বেচ্ছাপূর্ব্বকই তাঁহাদিগের ভাষা অথবা ভাব অবলম্বন করিয়াছি। সে জন্য আপনাকে তিরস্কৃত মনে করিবার কোনও কারণ দেখি না।

উৎসর্গ

পিতা, মাতা, ভ্রাতা, একাধারে ছিলে তুমি মোর,
পিতৃদেব ; তাই আমি বড় ভাগ্যবান। হায়,
আমার যা ছিল, কার হেন থাকে ত্রিভুবনে ?
আত্মবলে বলীয়ান তুমি, কোমল তবুও
ফুলসম ; শিলাময় যথা সুধাকর, সুধা-
পূর্ণ সদা সুতরল ; প্রাচীন বয়সে শিশু-
সম যেন। সহস্র তটিনী সেবে অম্বুনিধি
যথা, সহস্র প্রশাখাময় বিষয় জগতে
সেবিত প্রতিভা তব, নব নব উপাদানে
নিত্য নিরন্তর।

আমার যে সকলি সুন্দর,
তোমার নয়নে, দেব। যে সঙ্গীত তুমি কত
বার শুনিয়াছ, ভাসি অশ্রুজলে ; সুকুমার
শিশুমুখে শুনিয়া ঝঙ্কার, উর্দ্ধে বাহু তুলি
কত বার আশীষিলা শুনি যে ভারতী, আজি
বায়ুভূত সূক্ষ্ম শ্রুতি তব, তুষিবে কি স্থূল-
ধ্বনিময় ভাষা সেই ? তোষে যদি, তাই ভক্তি-
ভাবে কল্পনা দেবীর কণ্ঠে শুনাইছি তোমা

সেই গীত। শুন, দেব, নিরালম্ব দেশে আর
শুনাও তোমার বাম-দেশ-শোভা, জীবনের
জ্যোৎস্না মধুময়ী সাধ্বীজনে,—মায়ে মোর ধর্ম্ম-
ময়ী, প্রেমময়ী মায়ে মোর,—শুনাও বিরলে।
সুবাস কুসুমশ্বাস সম, তব পূত স্বরে
নীরবে শুনাও তাঁরে, শুন সে আপনি, পিতৃ-
দেব; শঙ্কর যেমতি শঙ্করীরে, মহানন্দ-
ভরে, মহা-তথ্য-কথা দেব শুনান সাদরে।

ত্রিদিববিজয়।

প্রথম সর্গ।

বিরাট বিশাল মূর্ত্তি প্রশান্ত ভৈরব,
বিস্তারি' গগন-পটে, শৈলকুলপতি
বিরাজেন রাজেশ্বর। শোভিছে শিখরে,
বিচিত্র মুকুট সম অনন্ত তুষার,
খচিত বিবিধ বর্ণে, মণিময় যেন।
রাজদণ্ড-রূপে ধরিছেন নগরাজ
মহাদ্রুমশ্রেণী করে দৃঢ় আকর্ষণে।
শ্যামল, ধবল, পীত, বিবিধ ভূষণে
ভূষিত প্রস্তররাজি, গৈরিকাদি ধাতু
আচ্ছাদিছে রাজবপুঃ রাজপরিচ্ছদে।
কটিবন্ধ বাঁধিয়াছে মেঘমালাদলে।
পদতলে ভ্রমি গাইছেন প্রভঞ্জন
গম্ভীর মল্লারে, স্তুতিগীতি; গায় যথা
বন্দিদল নৃপতিবন্দনা। কোথাও বা

বসি, গভীর গর্জ্জনে, জীমূতেন্দ্র সহ,
দীপক আলাপ নগ করিছেন বসি ;
নাচিতেছে ক্ষণপ্রভা বিকট নর্ত্তনে।
কোন দেশে, বরষি প্লাবন খরস্রোতে,
বৃষ্টিরূপে সৃষ্টি যেন নাশিছে নিমেষে।
কড় কড় রবে বজ্র কোথাও গর্জ্জিছে,
উগরিয়া কালানল ভয়ঙ্কর তেজে।
কোথাও আবার, ঝরিতেছে প্রস্রবণ
কুল কুল রবে, উড়াইয়া বাষ্পরাশি
দিগন্ত ব্যাপিয়া। "ফুটিছে কমল দল
বিমল সলিলে কোন দেশে ; পশি নীরে
কিন্নর কিন্নরী, মরি, কেলিছে হরষে।"
বিহঙ্গমকুল রঙ্গে গাইছে কোথাও ;
ঘোর নাদে চক্রাকারে প্রেমের নর্ত্তনে
নাচিছে প্রণয়ী-পক্ষী পক্ষ বিস্তারিয়া,
মাতাইয়া পক্ষিণীরে অক্ষিমদোন্মাদে।
প্রকৃতি কুহকী, কোন দেশে দেখাইছে
ভীষণ-দর্শন ছবি, ভীষণ, বিকট।
ভয়াল ভল্লুক, খড়্গী, সিংহ, ব্যাঘ্র, করী,
অজগর মহোরগ শালবৃক্ষ সম,—
"রত সে নিয়ত স্ব স্ব নশ্বর ব্যাপারে।
কাঁপে অঙ্গ থরথরি হেরিলে সে সবে,

কৃতান্তের দূত সম।" হিমানী পরশে
কোথা অবশ শরীর; ঘনীভূত লোহ-
স্রোত, ফাটে অঙ্গ, খসি পড়ে বিগলিত
দেহ। বিমল উজ্জ্বল জ্যোতি ভাসিতেছে
কোন দেশে; কোথাও আবার, পুঞ্জীকৃত
অন্ধকার, সৌরকরভয়ে, লুকা'য়েছে
গুহাকেন্দ্রে। বিরাজে প্রকৃতি সতী বিশ্ব
ভূমণ্ডলে যত বেশে, একত্রিত, দেব,
একত্রিত সব শোভা, তোমার আলয়ে,
হিমালয়।

এদেশে বসিয়া আজি, ইন্দ্র
সুরপতি মৌনভাবে, দৈত্যাঘাতে, হায়,
পরাজিত। নাহি রাজ্য; নাহিক বিভব,
দুঃখী না বহে নিশ্বাস; চক্ষে নাহি পড়ে
অক্ষিপর্ণ, স্থির দৃষ্টি। বিশাল উরস
স্ফীত হ'য়ে যেন, উঠিছে পঞ্জর ছাড়ি
ঊর্দ্ধগতি, ভূকম্পনে মেদিনী যেমতি
কভু। পার্শ্বে বজ্র তেজোহীন রহিয়াছে
পড়ি নীরব, পন্নগ যেমতি মন্ত্র-
বলে। কতক্ষণে অন্তরের অন্ত হ'তে
দীর্ঘশ্বাস ছাড়ি, চাহিলা দেবেন্দ্র ইন্দ্র
দিগন্তের কোণে। মড়মড়ি বনরাজি

কাঁপিল সভয়ে, ক্ষুব্ধ ; পলাইল ত্রাসে
মৃগেন্দ্র, করীন্দ্র যত যে যা'র আশ্রয়ে।
ভাবিতে লাগিলা বীর, যেন অচেতনে
সচেতন ভাব আসি' সহসা পশিল।
ভাবিতে লাগিলা মৌনে :—"অহো, কি যাতনা,
কে চাহে ইন্দ্রত্ব তাহে এই ফল যদি।
পূজিনু দেবাদিদেবে, অনুতাপানলে
সাধি হোম ভক্তিভাবে, পূজিনু তাঁহারে
এত দিন। অশেষ বুঝি বা কর্ম্মফল ;
বৃথা পূজি আমি। অলঙ্ঘ্য বিধির বিধি
বুঝিনু জগতে। নিজ কর্ম্মফলে আজি
ভুঞ্জিছি গঞ্জনা ; বৃথা কি ফল বিলাপি।
ছিনু দেবরাজ আমি স্বর্গ-অধিপতি।
দশ দিকপালে দিয়া রাজকার্য্য ভার,
সপ্ত-সপ্ত বায়ুকুলে জীবের রক্ষণ,
পালন সে মেঘরাজে,—নিশ্চিন্তে কাটানু
কাল বৈজয়ন্ত ধামে। আনন্দে সতত
নন্দনকাননে সুখে করিতাম কেলি।
পারিজাত-পরিমল, বিহগ-কূজন,
নির্ঝরি-ঝঙ্কার মৃদু ; বাসন্ত সমীর,
মোহিত ইন্দ্রিয় সদা। মুরজ, মন্দিরা,
রবাব, ত্রিতন্ত্রী, বীণা মধুর সঙ্গীতে,

উর্ব্বশী, মেনকা, স্বর্গ-অপ্সরীর দল
বিলাস বিভ্রান্ত পদে তরঙ্গ তুলিয়া
নাচিত রূপসী অঙ্গে অঙ্গ মিশাইয়া।
মনঃশিলাপীঠে বসি, বামে পুলোমজা,
হেরিতাম, শুনিতাম, সঙ্গীত নর্ত্তনে।
গণনার দিন কভু ভাবিনি হৃদয়ে।
ছিনু রাজ্যেশ্বর আমি স্বর্গ-অধিপতি।
কভু নাহি প্রজাবৃন্দে হেরিনু নয়নে!
দিকপাল, বায়ুপতি কিম্বা মেঘরাজে
কভু না সুধা'নু রাজ্য কি ভাবে চলিছে
পরিণামে অত্যাচার, জীবের পীড়ন,
অনিবার্য্য ফল তার ফলিতে লাগিল।
জানি সে বালুকাকণা তপ্ত রবি করে
পীড়ে গুরুতর, হায়, গ্রহেন্দ্র হইতে।
কভু অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি কভু, সৃষ্টি
নাশিবার মত প্রায় করিয়া তুলিল।
হাহাকারে জীবকুল পূরিল চৌদিকে।
কিন্তু দিকপালগণে কুচক্র প্রকাশি,
আশুগতি মতি লয়ে, আশু উড়াইলা
শূন্যপথে ; না শুনিনু কিছু। কভু যদি
সুদূর হইতে বাণী লয়ে প্রতিধ্বনি
আসিতেন শুনাইতে, অবিশ্বাসি তাহে

রোধিতাম কর্ণপথ। দৈত্য সহ মিলি,
(হায় রে, উপায়হীন আশ্রিত সততই,
আশ্রয় বিমুখ যদি, কিম্বা উদাসীন)
দৈত্য সহ মিশি তেঁই জীবকুল যত,—
গ্রহ, উপগ্রহ, কিম্বা নক্ষত্রনিবাসী,—
সাধিলা এ বাদ এবে। কে জানিত কবে
অশরীরী, অস্ত্রহীন, জীবাত্মার দল
ঘটাইবে এ বিপদ। তা' হলে কি কভু
পর হস্তে ন্যস্ত করি সমস্ত বিবেক,
সঙ্গীত সুধার রসে নন্দনকাননে
থাকিতাম অচেতন? অসুর তারক
কভু ত্রাসিত বাসবে? তুচ্ছ তৃণখণ্ড
কভু আটে মহাক্রমে? কিন্তু কিসে দোষী,—
কিসে দোষী দাস, কহ, তোমার চরণে,
হা বিধাতঃ! ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব তুমি, কহ,
কোন হেতু ব্যাপিলা দিগন্ত জুড়ি? সৌর-
জগতের কেন্দ্র হ'তে পরিধির সীমা,
ব্যাপি ব্যোমদেব যথা অনন্ত বিস্তারে
বিরাজেন অনন্তাক্ষ, সহস্রাক্ষে, নাথ,
তেমতি বিশাল রাজ্য দিলা অযাচিত।
কিন্তু গুরুতর, দায়িত্ব বিশাল। কার
সাধ্য হেন রাজ্য রক্ষিবে নিয়মে? কেহ

যদি পারে, পারে বজ্রী। কিন্তু জগদীশ,
ক্ষম, দাসে, পিতঃ, অনন্ত শকতি তব,
সেও বুঝি হ'ত পরাজিত অসম্ভবে।
নিয়ত তোমারে ধাতা, পূজিলা হৃদয়ে
শচী পুলোমজা; এই কি সে ফল তার?
ভুল যদি অভাগারে, কি দোষে, হে নাথ,
কি দোষে তোমার পদে দোষী স্বরীশ্বরী?
দেহ শিক্ষা দাসে, পিতঃ, এ পরীক্ষাস্থলে।
একবার পরাজিত, এবার দেখিবে,
কর্ত্তব্য কেমন ইন্দ্র সাধিবে যতনে।"
আক্ষেপিলা সহস্রাক্ষ। কতক্ষণ পরে
হেরিলা সম্মুখে, দেবকুলে, অঙ্গার
যেমতি ম্লান রহিয়াছে পড়ি ভূতলে।
অগণিত ব্যোমচর গ্রহ, উপগ্রহ,
নক্ষত্র তারকা যেন পড়েছে খসিয়া,
খণ্ড খণ্ড আভাহীন। কহিলা দেবেন্দ্র
তবে লক্ষি দেবকুলেঃ—"কত কাল, হায়,
কত কাল এই ভাবে রহিবে তোমরা?
বিদরে হৃদয় হেরি তোমা সবাকারে।
বৃথা দোষি তোমা সবে। নিজ কর্ম্মদোষে
ভুঞ্জি ফল এইরূপে; কি আর কহিব।"
অগ্রসরি প্রভঞ্জন চক্রাকার বেগে,

আরম্ভিলা পূরি দেশে গম্ভীর স্বননে।
"নাহি ডরি কাল রণ; প্রলয়ের কালে
খেলার কৌতুক সে ত খেলিয়াছি কত।
জান সে সকলই দেব। কি ছার অসুর-
রণ; বালকের ক্রীড়া। নাহি ডরি, লক্ষ্য
নাহি করি অস্ত্রাঘাতে; বিধির ইচ্ছায়
অচ্ছেদ্য শরীর মোর অভেদ্য জগতে।
কিন্তু সুরপতি, হিমানী-পরশে কাঁপে
দেহ, না পারি সহিতে। যে অসহ্য হিম
সহি, রহিয়াছি আজি এত দিন, আর
না পারিব প্রভু। জড় হ'ল যেন দেহ,
ঘন, অচঞ্চল। হায়, কত দিনে আর,
হইবে ভোগের শেষ, হইবে কি কভু?"
শত কণ্ঠধ্বনি যেন দেবকণ্ঠ-জাত
ধ্বনিল অমনি নাদি, "কত দিনে হায়
হইবে ভোগের শেষ, হইবে কি কভু?"
এ শোকের মাঝে বসি দেখিলা বাসব
একজনে; মৌন, কিন্তু নহে দুঃখী যেন,
নহে সুখী। সমভাবে এতক্ষণ বসি,
গণিছে মুকুতা, হীরা, অর্থ নানাবিধ।
স্তূপাকারে রাখি একে গণিছে অন্যেরে;
অমনি পূর্ব্বের স্তূপ পড়িছে ভাঙ্গিয়া,

আবার সাজায় তারে মনোমত করি।
এ ভাবে সহস্র বার গণিছে বিভবে,
নাহি শ্রম, নাহি ক্লেশ, নিয়ত ব্যাপৃত।
চিনিলেন যক্ষবরে। স্বর্গ হ'তে, ধিক্,—
সর্ব্বাগ্রে সে স্বর্গ হ'তে, নির্গমসময়ে,
চতুর্ব্বর্গ ফলসম গণি, আনিয়াছে
ধনরাশি আপন সংহতি, ধনলোভী!
হায় রে জগতে সদা এই সবাকার
এ পাপের এই ফল, এই পরিণতি।
নীরবিলে প্রতিধ্বনি, মধুর সুস্বরে
আকাশসম্ভবা বাণী হইল আকাশে ঃ—
"বৃথা স্তব' দেবরাজ। অস্তমিত হায়,
দেবের দেবত্ব সুধু বাক্যে কি উদিবে?
কি বিকারে ডাকিতেছ আজি নির্ব্বিকারে,
উপায় আশ্রয় কর; কর চেষ্টা, বলি।
ক্ষমিলে তোমারে ক্ষেমঙ্করী, যাও চলি
স্থাণুর সে স্থানে উমা সহ, যোগে মগ্ন
যথা যোগীন্দ্র, বসি সে কৈলাসশিখরে।
লভি বর মহেশ্বর পাশে, সিদ্ধ মনো-
রথ তব। কিন্তু মনোমথে লও সাথে,
হে বিপথি, কহিনু তোমারে। এ কলুষ-
নাশী যজ্ঞে বিরাট আহুতি একমাত্র

ফলপ্রদ, এ দগ্ধ জগতে।" স্তব্ধ হয়ে
সহস্রাক্ষ, রহিলা ক্ষণেক এক ভাবে।
কতক্ষণে, জাগি যেন, দম্ভোলি-নিক্ষেপী,
আরম্ভিলা লক্ষি দেবে মৃদু ক্ষীণ স্বরে।
"ঐ শুন দৈববাণী। যতক্ষণ, হায়,
বিরূপাক্ষ দেব পক্ষ হ'য়ে, এ বিপদ
ধ্বংস নাহি করেন সংহারী, অসহায়
তত কাল দেবকুল যত। তেঁই যাব
কৈলাসশিখরে। ভক্তিভাবে পূজি যোগী-
শ্বরে, নাশি দৈত্য, জাগাব মাহাত্ম্য, বীর্য্য,
যুগ যুগান্তরে।" এত কহি স্বরীশ্বর
স্মরিলা স্মরেরে। নিমেষে আইলা স্মর,
সাজি ফুল-সাজে; পৃষ্ঠে শর, শরাসন।
ঘনশ্বাস শ্বাসি, নাচিতে নাচিতে মহা-
রঙ্গে ভৃঙ্গসখা আসি উপজিলা, আশু।
মধুর সুহাসি খেলে মধুর অধরে,
শোভে ঘর্ম্মবিন্দু; মরি, সুন্দর ললাটে।
বন্দি ইন্দ্রে শিষ্টাচারে শির নোয়াইয়া,
কম্পিত ত্রিতন্ত্রী সম মধুর সঙ্গীতে
কহিলা বিলাসী হাসি, "কি হেতু স্মরণ?
কহ দেব কি আবদ্ধে স্মর মোরে আজি?
ধন্য হই, হে আরাধ্য, সাধি কার্য্য তব।

তব পদলোভে, কহ, কেবা সে আবার
আরম্ভিল দীর্ঘতপঃ কঠোর বিধানে ?
আদেশ, নিমিষে তারে দহি কামদাহে ;
ভাঙ্গি যোগ, ভাঙ্গি তপঃ মুহূর্ত্ত মাঝারে।
অথবা সে নিতম্বিনী, কহ, কোন জন,
মোহিল সহস্র চক্ষু, সহস্রলোচন ?
এখনই আসিবে বামা উন্মাদিনী প্রায়,
জড়াবে কোমল বাহু তোমার গ্রীবায়।"
"চিরজয়ী মোর কার্য্যে, দেব মনোভব
তুমি।" কহিলা দেবেন্দ্র ইন্দ্র। "ভাগ্যদোষে
পতিত বিপদে আজি দেবকুল। রক্ষ
দেবকুলে। অশূর তারকাসুর, হায়,
বিধিবশে স্বর্গ-অধিপতি এবে। আর
কি কহিব তোমা ? দেখ দেবকুল দশা
সম্মুখে, হে মনোমথ। 'মনোরথ, তুমি
যত বুঝ, কার সাধ্য বুঝে ত্রিজগতে।'
চল দেব উমার সকাশে। ক্ষেমঙ্করী,
ক্ষমা করি দোষ যদি, পরিত্রেন দেব-
কুলে ; তাঁর সহ, যাইব স্থাণুর স্থানে,
যোগে মগ্ন যথা যোগীন্দ্র, বসি কৈলাস-
শিখরে। লভিলে বর মহেশ্বর পাশে
সিদ্ধ মনোরথ হ'বে,—এই দৈববাণী।

চল, দেব, ত্বরা করি, বিলম্ব না সহে।"
এতেক কহিয়া উভে লভি শুভক্ষণে
চলিলা অভয়া যথা বিজয়ার সহ
বিরাজেন বিশ্বময়ী। আসি দ্বারদেশে,
একা ইন্দ্র চলিলেন উমার সকাশে,
রহিল বাহিরে কাম না পারি পশিতে।
বিরাজেন জ্যোতির্ম্ময়ী জগদ্ধাত্রীবেশে ;
করুণা পীযূষ-সিন্ধু উথলে চৌদিকে
নিরন্তর ; তার মাঝে বসি বিশ্বমাতা
ভক্তিসিংহাসনে, হাসিছেন সুমধুর।
হায় রে সুহাসি যথা শিশুর অধরে
জুড়ায় তাপিত প্রাণ, বাসবে তেমতি
জুড়াইল দগ্ধ হিয়া সে শোভা নেহারি।
পাদমূলে বসিয়া বিজয়া, কোলে করি
পদযুগ, সরসী যেমতি কোলে লয়ে
কুবলয়ে শোভে ধরাতলে। নমি ইন্দ্র
ভক্তিভাবে, ভাবিলা বারেক আত্মদশা।
কাঁপিলা সভয়ে বজ্রী হেরি অভয়ারে,
কাঁপে পাপী যথা হেরি ধর্ম্মাধিকরণে।
করযোড়ে পূজিলা মায়েরে ঃ—"হে প্রকৃতি,
জগদ্ধাত্রী, করুণারূপিণী, তুমি জ্ঞান,
তুমি বুদ্ধি, তুমি জ্যোতি, তুমি শক্তি, তুমি

ক্ষমা, ক্ষেমঙ্করী ; জীবে জীবরূপে, জড়ে
জড়স্বরূপিণী ; তুমি মায়া, তুমি কর্ম্ম,
তুমি ফল, চরাচর-আশ্রয়-দায়িনী।
রক্ষ, মাতঃ, দেবকুলে ; অকূলে পতিত
ভাগ্যদোষে। ক্ষম ক্ষেমঙ্করী।” নীরবিলে
শচীকান্ত, বসন্তে যেমতি সমীরণ,
অভয়ার পদতলে গাইলা বিজয়া।
“হে বিশ্বতোষিণী, হের, শচীকান্ত আজি
নমিছেন পদপ্রান্তে।” চাহিলা জননী।
কি ছার ইহার কাছে, নিদাঘদহনে
দহিলে ধরণী, চাহ, হে শশাঙ্ক, তুমি,
পৌর্ণমাসী নিশাকালে, মধুর সুহাসে।
কহিলেন হাসি মাতা মধুর সুস্বনে :—
“এস বৎস, বহুদিন দেখিনি তোমারে,
সুরপতি ; কেমন আছেন সুরেশ্বরী
শচীরাণী, তুমিও কেমন বৎস, কহ
ত্বরা করি ; দেবকুল কেমন সকলে ?”
করযোড়ে আরম্ভিলা বাসব সুমতি :—
“কি কহিব পদপ্রান্তে, হা, অন্তর্যামিনি।
নহি সুরপতি আর, শচী, সুরেশ্বরী।
অসুর, অধম তারকাসুর, তাহারে
মাতঃ,—কি আর কহিব ? দহে ক্ষোভে হিয়া,

শ্বাস নাহি বহে; নিচল রসনা, মাতঃ,
বুঝি লও তুমি, ইন্দ্র কহিতে অক্ষম।
স্বর্গ মোর, সন্তাপিত দৈত্যের তাড়নে,
দেবকুল, নিপতিত অকূল সাগরে।”
শিশুর বাসনা যথা, কথা না ফুটিতে,
বুঝেন জননী সদা, স্নেহের আবেগে,
কথা না হইতে শেষ বুঝিলা ভবানী
বাসবের মনোভাব। কহিলা প্রকাশি ঃ—
“আখণ্ডল! এই ভূমণ্ডলে দণ্ডে দণ্ডে,
পল, অনুপলে, ঘটে যে সকল, বৎস,
কর্ম্মায়ত্ত; সত্য তথ্য কহিনু তোমারে।
কিন্তু সে কর্ম্মের কর্ত্তা জীব। দেব, নরে,
বিশ্বচরাচরে, জীব সে স্বতঃই মুক্ত,
স্বতঃই স্বাধীন; উদাসীন সম, নহে
লিপ্ত, নহে বদ্ধ; মায়াচক্রে ক্রিয়াবান
সুধু। ক্রিয়াফলে জন্মে ভোগ; ভোগ, সেই
হেতু, অনিবার্য্য। কিন্তু, বৎস, যেই কর্ম্মী
সেই কর্ম্মে খণ্ডে তপোবলে, ভাগ্যধর
সেই লোকে, চিরকর্ম্মজয়ী। নহে দোষী
তোমা, বৎস। এই লোকে দোষ না পরশে।
পরম পিরীতি আজি পাইনু, বাসব,
তব স্তবে। স্তরে স্তরে হৃদয়ের স্তর

ভেদ করি, মনোবাক্যে ঐক্য করি, ডাকে
যদি প্রাণী অনুতাপি, না পারি সহিতে
বৎস, উৎস সম গলে এ হৃদয় মুগ্ধ।
জানি আমি ঘোর দম্ভ আরম্ভিছে এবে
দৈত্য, প্রমত্ত সতত, মাৎসর্য্য প্রভাবে।
কে রক্ষিবে তারে এ কুক্ষণে? তমোগুণে
ঘেরিয়াছে সবে। নিজ কর্ম্মহ্রদে আজি
ডুবে দেবদ্রোহী। চল শচীশ্বর, যাই
স্থাণুর সে স্থানে তব সহ, যোগে মগ্ন
যথা যোগীন্দ্র বসি সে কৈলাসশিখরে
চিন্তেন অনন্ত তত্ত্ব, আত্মজ্ঞানময়।
সাধিব তোমার কার্য্য হে বীর্য্যকেশরী।"
এতেক কহিয়া আদ্যা বিজয়ারে রাখি,
চলিলা কৈলাসে লক্ষি, সহস্রাক্ষে ল'য়ে।
ক্রমে অধঃ অধস্তন ব্যোমতল ভেদি
নামিতে লাগিলা উভে, মনোরথগতি।
ভাবিতে লাগিলা দেবী; "দেবকার্য্য তরে,
নিবারিতে পাপস্রোত, ধর্ম্ম সংস্থাপিতে,
জনমিব হিমালয় আলয়ে, মরতে,
মেনকা দেবীর গর্ভে; লীলাময় দেহে।
তপের প্রভাবে পুনঃ মহেশ্বর-অংশে
লভি কুমার কার্ত্তিকে, সাধিব এ দেব-

কার্য্য। কে আটে তারকাসুরে তাঁর অংশ
বিনা, ত্রিভুবনে ? কিন্তু মহাযোগী তিনি,
শৈব, চিরভক্ত। সাধিব উভয় কার্য্য।”
এইরূপে মহামায়া চিন্তিলা অন্তরে।
সুরপতি সবিস্ময়ে দেখিলা সুদূরে
অধোদেশে, গ্রহ উপগ্রহ সহ, কত
বিশ্বরাশি, চলেছে কালের স্রোতে, চক্রা-
কার গতি ; জ্যোতির্ম্ময় কেহ, কেহ পাণ্ডু,
জ্যোতিহীন। কেহ বা নিশ্চল, ঝুলিতেছে
কালের প্রহরী সম সে অনন্ত দেশে।
নিজ চক্র ছাড়ি কেহ অন্য চক্রে পশি
নিঃশব্দ আঘাতে চূর্ণ হইছে আপনি,
চূর্ণিছে অপর কত নক্ষত্রমণ্ডলে ;
খণ্ড খণ্ড হ'য়ে, অগ্নিকণা সম, ভগ্ন
হইয়া পড়িছে। ঝরিছে তুষার কেহ ;
কেহ ভস্মরাশি, আপনার তাপে দগ্ধ
হইয়া নিবিছে ; কেহ জ্বলিতেছে ঘোর
বিকট জ্বলনে। মধুর সঙ্গীতে কেহ
পূরিছে অম্বরে। কোথাও আবার, বহু
দূরে তারাহার শোভিছে সুন্দর, মণি-
ময় হার যেন অনম্বর গলে। ধূম-
রাশি যেন, লঘু হতে লঘুতর, রূপ-

হীন, বর্ণহীন, তেজোময় তবু, অণু
পরমাণুরাশি ভাসিছে কোথাও ; মরি,
কারণ-সাগরে ফেনসম। চক্রাকারে
আবর্ত্ত-আবর্ত্তে ঘুরিতেছে নিত্য তেজে
অন্তরিত সদা ; ঘুরিতে ঘুরিতে, জ্বলি
কভু বিকট জ্বলনে, ছুটিয়া পড়িছে
চৌদিকে, কভু অণু দ্ব্যণু মিলি, বর্ত্তুল
আকারে পিণ্ড গড়িছে দণ্ডেকে, সজীব।
এই ভাবে হেরিতে হেরিতে, বিশ্বশোভা,
ঘুরিল কালের চক্র, অবিরামগতি,
কঠোর কর্ম্মের পথে। এই ভূমণ্ডলে,
রাশিচক্র যেইকালে দ্বাদশ রাশিতে,
ঘুরি দ্বিসপ্তকবার প্রদক্ষিণ করে,
সেইকাল ব্যাপি চক্র ঘুরিল নিমেষে।
সুধিলা বাসব ক্ষণ আত্মহারা হ'য়ে ;—
"কহ, মাতঃ, কেমনে এ দৃশ্য আবির্ভাব,
লয় বা কেমনে ; এ রহস্য বুঝিবারে
নারি।" উত্তরিলা আদিশক্তি ;—"এ প্রসঙ্গে,
সুর-ইন্দ্র, যে আনন্দ লভি, অতুল সে
চরাচরে ; প্রেমময়, মধুময় সদা।
সৃষ্টির আদিতে, গাঢ় তমোরাশি যবে
ঘোর অন্ধকারে ছিলা আচ্ছাদিত ; কিছু,

বৎস, কিছু নাহি ছিল সেই ক্ষণে। নাহি
ছিল কাল, নাহি ব্যোম, নাহি রজঃ, সৎ
কি অসৎ। অপঃ, তেজ, কি মরুৎ—কিবা
ছিল তবে? বৎস, যাহারে হেরিছ তুমি,
আত্মারূপে ছিলা মাত্র মায়া আবরণে
নিষ্ক্রিয়। তপোবলে জন্মিল মহিমা।
সে সবার আদি কাম, বাসনার সার,
কাটি মায়া আবরণ, প্রকাশ করিল
আত্মা স্বধারূপী। আপন স্বরূপ স্বধা
হেরিলা আপনি তত্ত্বদর্শী। প্রকটিল
ক্রিয়াশক্তি অমনি তখনই, মুক্ত। নিজ
উপাদানে, নিজ আত্মময় দেহে, তবে
রচিলা বিধাতা বিশ্ব,—ব্যোম, কাল, গ্রহ,
উপগ্রহ, নক্ষত্র, তারকারাজি, জীব,
জড়, স্থাবর, জঙ্গম, চরাচর। ইন্দ্র,
মধুর এ তথ্য কথা, গূঢ়। তপোবলে
বলীয়ান স্বধু, বুঝে এ রহস্য, বৎস,
কহিনু তোমারে।” শুনি সে মধুর বাণী
ভবানীপ্রসূত, বাসব ভাবিলা মনে;—
“তেঁই বাণী আকাশসম্ভবা কহিলেন,
‘মনোমধ্যে লও সাথে।’ অজ্ঞ আমি, হায়,
কি বুঝিব বিশ্বনিয়ন্তার বিধি। পালি

আজ্ঞা ; লইব স্মরেরে সম্বরের যোগা-
সনে।” চলিলা উভয়ে ব্যোম ভেদি ; মনো-
মথ আইল পশ্চাতে, অজ্ঞাতে, অদৃশ্যে, শত
বিশ্ব ব্যবধানে। প্রতি পদে মহা শূন্যে
স্খলিতে লাগিল পদযুগ ; শরাসন,
গুরুভার সম, পীড়িল সে সর্ব্বসহ
গর্ব্বিত মদনে আজি। অতর্কিতে, মরি,
পতিগতপ্রাণা রতি সহসা উদিলা
নেত্রপথে, ম্লান ছায়া পড়িল হৃদয়ে।
“এ কি কুলক্ষণ” ভাবিলা বিশ্ব-বিজয়ী।
“চিরাভ্যস্ত চাপ মম অনভ্যস্ত সম
কি হেতু পীড়িছে আজি, না পারি বুঝিতে।
কি হেতু বা, প্রেয়সীর মুখ সূর্য্য হেরি
অকস্মাৎ, মসীম্লান ছায়া আজি পড়িছে
হৃদয়ে ? আঁধার ভুবন কভু উদিলে
তপন তিমিরারি ? মহেশ্বর—বিষম
সংহারী ; কি জানি কি লিখিলা ললাটে
ভাগধেয়। কিন্তু অণুমাত্র অকম্পিত
দেবকার্য্য তরে দেবদাস। বরঞ্চ সে
পরম সৌভাগ্য কামে, দেবের উদ্দেশে
ত্যজিবারে পায় যদি এ তুচ্ছ জীবন।
হেন ভাগ্য, হায় বিশ্বে, আছে কি কামের ?

জন্মে মৃত্যু ; অজাতের মৃত্যু কিবম্বিধ ?”
কতক্ষণ পরে, সুধিলেন কৌতূহলী
সহস্রলোচন, গূঢ়কথা, মহাকাল-
জায়ে, “কহ, মাতঃ, লয় কিবম্বিধ ? দেব-
ঋষি হ’তে, কতবার শুনেছি বারতা।
কিন্তু না পূরয়ে তৃষা সে ভাষাশ্রবণে।
শুনাও করুণা করি, হে করুণাময়ি,
সে গভীর স্বরস্বতী।” উত্তরিলা দেবী ;
“লয়ের ভীষণ চিত্র না শুধাও এবে।
উপজিলে সেই চিত্র চিত্তক্ষেত্রে মোর,
না রহিবে ভূমণ্ডল, বিশ্বচরাচর।
বিধির এ বিধি, বৎস। সংহারীর অংশ
আমি, ভিন্ন নাহি ভাব। যে ঔষধি, জীবে
জীবকুলে নিত্য, নাশে সে জীবের প্রাণ,
অসময়ে যদি সেবে প্রাণী।” কত কালে
আসি দয়াময়ী, উত্তরিলা দেবী, ইন্দ্র
সহ, যোগাসনে কৈলাসশিখরে ; স্মর
প্রচ্ছন্ন রহিলা। জননীর পাশে, দেব
আখণ্ডল, আসি উপজিলা ; বিহঙ্গম-
শিশু যথা, আপনার নীড়ে, আচম্বিতে।

দ্বিতীয় সর্গ।

বসিয়া যোগেশ মগ্ন যোগের সাগরে
যোগাসনে। ব্যোম ভেদি উঠিয়াছে চূড়া
অনন্ত, বেষ্টিত শ্মশানধূমে। অযুত
চিতা জ্বলিছে চৌদিকে ধূমময়। জীব,
জড়, যা' কিছু জগতে, ইন্ধনস্বরূপে
দহিছে কালের দেহ, বিরাট, বিশাল,
আত্মতেজে; নিজ নিজ পূর্ণ সুসময়ে!
এ জীব-অরণ্য মাঝে জীব-বৃক্ষ কত
অমনি হইছে ক্ষয়, দগ্ধ সে দহনে।
যোগীন্দ্র বসি বাহ্যজ্ঞানহত। নাসাগ্রে
নিবদ্ধ দৃষ্টি, অর্দ্ধনিমীলিত; না বহে
নিশ্বাস, রুদ্ধগতি। ঋজু দেহ, অমল,
ধবল, স্থূল। ভূধর-তরঙ্গ চূড়ে
ফেনসম যেন, শোভিছেন যোগীশ্বর,
অটল, অচল, স্থির; অবাত প্রদেশে
অকম্প যেমতি দীপ-শিখা। পদযুগ,
মরি, মুমুক্ষুর চিরভিক্ষা,—ফুটিয়াছে
কোলে উর্দ্ধতল, উর্দ্ধতল করতল
সহ; এক বৃন্তে যথা মানস সরসে

শোভে রাজীবনিচয়। দেখিলা প্রকৃতি,
ভেদি ধূম-আবরণ, পরম পুরুষে
নির্ব্বিকার। জটাজূট দিগন্ত ব্যাপিয়া,
পড়িয়াছে ঝুলি শিরে; ধক্ ধক্ ধকে
পাবক, জ্বলে বিশাল ললাটে। "ঐ দেখ,
হাসিছেন দেব বিভাবসু, সুরেশ্বর,
হেরিয়া তোমারে এ প্রদেশে; ভাগ্যধর
তুমি বৎস, তেঁই সানুকূল তব প্রতি
দেব তেজোময় আজি।" এতেক কহিয়া
মাতা দেখাইলা দূরে, অঙ্গুলিনির্দ্দেশে।
কিন্তু এই বেশে, ইন্দ্র নারিলা হেরিতে
মহেশ্বরে। পরশিলা আঁখি দেবী। তেঁই
ইন্দ্র, ভাগ্যবান আজি, লভিলেন দিব্য
দৃষ্টি। কহিলেন জড়সম, "ধন্য, মাতঃ,
করুণা তোমার, হে করুণাময়ী; তুমি
যারে দয়া কর, সতি, কি অসাধ্য বিশ্ব
চরাচরে, কি অসাধ্য হইবে তাহার
দয়াময়ি।" তখন মহেশজায়া পুর-
ন্দর সহ, আরম্ভিলা মহাস্তুতি, নমি
যোগীশ্বর মহেশ্বরে। হায় রে, কি শোভা,
কি করুণা, কারে স্তবে কেবা? কোন হেতু?-
এ রহস্য কে পারে বুঝিতে? ভক্তিভাবে

মহাশক্তি গাইতে লাগিলা :—"হে অনাদি,
দেব-দেবেশ্বর, উদাসীন, আদি হেতু ;
স্মর সেই কালে, যে কালে প্রকৃতি সহ,
অমোঘ প্রভাবে প্রভবিলা চরাচর।
স্মর সেই তেজে, অম্বু-গত, অম্বুগতা-
দেহে যাহে, রচিলা জগতে। হে সংহারী,
শ্মশান-বিহারী, স্মর সেই রবে, নাথ,
যে রবে এ ভব লয় করিবে নিমেষে,
কল্পান্তে। ও পদপ্রান্তে স্মরণ লইছি।
স্মর, ধাতা, কি সূত্রে গ্রথিত, একত্রিত,—
লয় ও বিলয় বিশ্বে ; তোমার করুণা
বিনা, কি সূত্রে গ্রথিত, পালন,—সে সেতু
তোমারই রচিত, বিশ্বকর্ম্মী, এ উভয়
মাঝে। রক্ষ, নাথ, দয়াময় ; হের দেব-
কুলে। যে কলুষে ভোগ ত্রিজগতে, ক্ষয়
সেই ভোগ, অনুতাপে ;—তোমারই এ বিধি
ধাতা, স্মর দেব তরে। আমা দোঁহে কভু,
নাহি রোধি কর্ম্মস্রোত ; তবু, নাথ, ডাকি
হে তোমারে ; সকলই শকতি তব। মহা-
শক্তি নামে, বৃথা ডাকে ত্রিজগতে, এই
জনে ; তুমি না শকতি দিলে, শক্তিধর।
তব বলে বলীয়ান, স্বর্গ-অধিপতি

অশূর অসুর দল। পাপস্রোতে ডুবে
ইন্দ্রলোক; হে পিনাকী, ডাকি আবার
তোমায়, মিল আঁখি, না পারি সহিতে। এ
অকূলে, রক্ষ দেবকুলে। অবিদ্যা বল,
নাশ নিজ বলে, বলী। অবতীর্ণ হ'য়ে
ভূমণ্ডলে, রক্ষ আখণ্ডলে, ধাতা, দেব-
কুল সহ। নাশি পাপস্রোত, বিরূপাক্ষ,
ধর্ম্ম রক্ষা কর ত্রিজগতে। দেখ ডাকে
ইন্দ্র, পুত্র তব; হে বিধাতঃ, মাতৃস্নেহে
না পারি সহিতে। হে অজ, হে স্থবির, হে
কর্ণহীন, ব্যোমকর্ণ, কর কর্ণপাত,—
প্রভু; কর দয়া, করুণা-নিধান শূলী।
কি আর কহিব।"

এইরূপে স্তুতিলেন
মহাশক্তিময়ী মায়া। শত প্রতিধ্বনি
ধ্বনিল বিমানদেশে, "কর, দয়া কর,
করুণানিধান শূলী, কি আর কহিব।"
সে রবের সহ মিশি ধূমময় দেশে,
ধ্বনিল বিশাল ঘোর গম্ভীর নিনাদে,
প্রলয়ের কালে যথা; আবর্ত্তে আবর্ত্তে
ঘুরিতে লাগিল বাষ্প, কালানল ভরা;
ভাতিল গগনপটে ভয়াল ত্রিশূল।

কাঁপিল সে জটাজূট। দেব বৈশ্বানর
মলিন হইলা শুনি ভবানীর বাণী।
টলিল সে যোগাসন, ভূকম্পে যেমতি।
কাম সে কুক্ষণে, শুনি স্বার্থ-পূর্ণ বাণী
অব্যর্থ অমোঘ, ভাবিলা "এ সুসময় ;"
অমনি সুদূর হ'তে সুসময় গণি,
ঝটিতি সুশরাশনে শর সন্ধানিলা।
পাতি বামেতর হাঁটু, আকর্ণ পূরিয়া
টানিলা কার্ম্মুক কর্ম্মী। কর্ম্ম সদা ভবে
বাসনাপ্রসূত। তেঁই কাম, দেব-কার্য্য
সাধিবার তরে, জাগাতে বাসনা-যোগ
যোগীর হৃদয়ে, কর্ষিলা কার্ম্মুক ধরি।
নিক্ষেপিলা বিরূপাক্ষে লক্ষি ফুলশর
বৃথা। সেই ক্ষণে গম্ভীর বিষাণনাদে,
জাগিলেন যোগীশ্বর ; স্থির দৃষ্টি, অণু-
মাত্র অকম্পিত, গভীর সাগর যথা
অতল প্রদেশে। মিলি আঁখি যোগিবর
চাহিলা সম্মুখে ; নেত্রকোণে নেহারিলা
দেব মনোভবে। "সাবধান, সাবধান,"
বিকট আরাবে ধ্বনিল আকাশ-বাণী ;
কিন্তু বৃথা ! ভস্মময়, ধূমময় আশু,
হইলা অতনু কুসুমেষু। না ভাবিলা

কেহ, কি ভবানী দেবগণ, কিবা পশু-
পতি, কেহ না জানিলা, কেহ না বুঝিলা,
দিগন্তের কোণে কোথা মদন হইলা
ভস্মরাশি, দৈববশে ; কোন্ ক্ষণে, দেব
বৈশ্বানর, ছুটি ভীম নাদে, ধর্ম্মাদেশে
সাধিলেন নিজকর্ম্ম। "মনোমথে ল'ও
সাথে," যে বাণী কহিলা, বিধির বিধানে
সফল সে গূঢ় ভাষা ; এ নিগূঢ় তথ্য,
এ রহস্য, হায়, কে পারে বুঝিতে ভবে ?
জগতে মঙ্গলময় বিধির এ বিধি।
হইল আহুতি পূর্ণ মহা হোমানলে।
ফলিল অব্যর্থ বাণী আকাশ-সম্ভবা।
সহাসে কহিলা শৈব :—"কোন হেতু, কহ
হৈমবতী, গতি হেথা তব ? কি উদ্দেশ্যে
কহ হে ঈশ্বরী, আগমন যোগাসনে ?
প্রলয়ের লীলা এবে করিছি শ্রবণ
কার তরে ? কেন এ আয়াস দেবি ? তপ-
অবসানে এই দণ্ডে ভেটিতাম তোমা'
বিধিকৃত।" উত্তরিলা দেবী মহেশ্বরী।
"তব বলে বলীয়ান, স্বর্গ অধিপতি
অশূর অসুর দল। পাপস্রোতে ডুবে
ইন্দ্রলোক। হে পিনাকী, রক্ষ দেবকুলে।

অচিন্ত্য বল, নাশ নিজ বলে। 'বতীর্ণ
হ'য়ে ভূমণ্ডলে, আখণ্ডলে রক্ষ, নাথ,
দেবকুল সহ। নাশি পাপস্রোতে, কর
ত্রিজগতে ধর্ম্মরক্ষা, বিরূপাক্ষ। আর
কি কহিব? বুঝ মনোভাব, অজ।" হাসি
শৈব কহিলা উমারে:—হে শিবানী কর্ম্ম-
স্রোত অনিবার্য্য ভবে। জান, আমা দোঁহে
নাহি রোধি সেই স্রোতে; বিধির এ বিধি।
কিন্তু যদি জীবকুল কালের গহ্বরে
ডুবাইতে চাহে বিশ্ব, অকালে, রক্ষি ত্রি-
জগতে। হে উমে, জানি, ইন্দ্র বিতরিলা
বৈজয়ন্তধামে শান্তি সুধা; সত্য, কিন্তু
দেবরাজ রাজধর্ম্ম কভু না পালিলা;
কভু না দেখিলা রাজ্য কি ভাবে চলিছে।
ত্রয় ত্রিংশ দেবে লয়ে, ত্রিদিব আলয়ে,
স্বগণ-সুখে সেবিলা ইন্দ্রিয়ে ইন্দ্র। এ
কি রাজধর্ম্ম, কহ রাজেশ্বরী, ঈশানি?
ইন্দ্রলোকে চিরভক্ত মুক্ত জীবকুল,
শক্তি; তেঁই সে সহিলা। প্রজাবৃন্দে, সতি,
আনন্দবর্দ্ধন, পালন, রক্ষণ, ক্ষমা,
সহস্রাক্ষ কভু না সেবিলা, কর্ম্মদোষে।
তেঁই বর লভিলা তারক, সুর-অরি;

সেবিলা বাসব শোকে। শিক্ষার সোপান
শোক, জ্ঞান সে সকলই, সর্ব্বযজ্ঞে। তমসা
দেবী, পবিত্রেন জীবকুলে, অগ্নি যথা
পবিত্রেন সমল কাঞ্চনে। হে সুভগে,
ভোগের শেষ হইয়াছে আজি বাসবে,
নতশির। যোগে মগ্ন ছিনু এত দিন
হে দীনপালিনী; তেঁই সে সম্ভবে সব।
জ্ঞান হে যোগিনি, সেই সুখ, সেই প্রেম,
সে আনন্দ তুমি, ডুবি যাহে এতদিন
চিন্তিলাম অনন্ত পুরুষে নিত্য। কিন্তু—
কিন্তু, বুঝিয়াছি সব। বুঝিয়াছি, মনো-
ভাব তব মনস্বিনী। আমা দোঁহে কভু
ইচ্ছায় না করি কিছু, উপায় তেয়াগি।
যে উপায়, সতি, চিন্তিয়াছ, সীমন্তিনি,
অব্যর্থ সে লীলা ভবে হইবে তোমার।
জগতের হিত তরে, হে করুণাময়ি,
যে আদর্শ বিশ্বপটে দেখাইবে তুমি;—
এ দৃষ্টান্তে যেই ইষ্ট, হে সৃষ্টিরক্ষিণি
ক্ষমারূপি, উন্নত করিবে নিত্য বিশ্ব
চরাচরে। হও অবতীর্ণ তবে; তব
তরে, হে তারিণি, পালিব বাসনা তব,
কাল পূর্ণ হ'লে। তোমার প্রসূন, শক্তি,

শিব-অংশে ধরাতলে জাগাবে নির্জীবে
অসহায়ে, এ আশীষ করিনু তোমারে।
ও সুহাসি, বরাঙ্গনে, আননে তোমার,
ভুবনে কল্যাণকর, প্রেমময় হবে ;
রবির সুহাসি যথা হয় ধরাতলে।”
নতশির সুশোভিনী নমিলা মহেশে,
ব্রীড়া-অবনত এবে। নমিলা বাসব
মায়ের চরণ বন্দি, বন্দি মহেশ্বরে।
হায় রে, যেমতি নমে কুসুম হরষে,
নমে যবে শাখা বধূ সমীরণ সখে।
এতেক কহিয়া ধাতা পুনঃ আঁখি মুদি,
রোধি শ্বাস, ডুবিলা যোগ-সাগরে, বাহ্য-
জ্ঞান-হত। হেরি শোভা, ভাবিলা ভবানী ;
“তেঁই যোগিবর তোমা' কহে ত্রিভুবনে,
আশুতোষ ; হে ত্রিশূলি, সৃষ্টি, স্থিতি, লয়,
তোমারই রহস্য, নাথ, তুমিই সে জ্ঞান,
জ্ঞানময়। দয়া, প্রভু, কর এ দাসীরে ;
তেঁই জীবে অনুগতা। যে প্রেমের সুধা
বরষিছ চরাচরে, কে করে ইয়ত্তা
তার, করিবে কেমনে ?” এই ভাবে দেবী
আপনা ভুলিয়া, ভাবিলা মানসপটে
সে সৌম্য-মাধুরী, ক্ষণেক। চেতন পাই',—

দেব-ইন্দ্র সহ হইলেন অন্তর্দ্ধান
অন্তরযামিনী। প্রণমি ভবানীপদে
স্তুতি ভক্তি ভাবে, চলি গেলা আখণ্ডল
দেবের উদ্দেশে, নিদারুণ শোকাকুল
মদননিধনে। হেথা বিজয়া রে লক্ষি
কহিলা অভয়া, "মরি লো সরমে আজি;
আশুতোষ সদা, আশুতোষ; বাসবের
পাশে অনায়াসে আশীষিলা মোরে—'শক্তি,
তোমার প্রসূন শিব-অংশে ধরাতলে
জাগাবে নির্জ্জীবে।' নতশির লাজভরে
রহিনু ক্ষণেক। কি বিষম দায়ে ভোলা
ফেলিলা তখন, কি কব, বিজয়ে, তোরে।
ঈষৎ হাসিয়া নমিলাম পাদমূলে।
আইনু অমনি ক্ষণ পরে। কহ ত লো,
কি ভাবিলা শিশু, হায়, বাসব সে কালে?"
এ ভাবে অভয়া সহ আলাপেন দেবী
মধুস্বরে; কিছুক্ষণ পরে হাহাকারে
দশ দিশি পূরিল চকিতে। বামাকণ্ঠ-
জাত স্বর, রোদননিনাদ সম যেন,
আলোড়িছে ব্যোমতল সুদূর হইতে।
কঙ্কণঝঙ্কার যেন পশিছে শ্রবণে
সে স্বরের সহ মিশি; কপালে বুঝি বা

কঙ্কণভূষিত কর হানিছে কামিনী।
নিমেষে আসিলা সতী রতি কামবধূ
হৈমবতী হৈমাগারে। আলু থালু কেশ-
পাশ ঝুলিছে চরণে, বহে অশ্রু দর
দর ধারে বক্ষ বাহি, নির্ঝর যেমতি
ঝরে পর্ব্বত প্রদেশে অবিরল। কিম্বা—
যথা হারা'য়ে দিনেশে ঝরে বারিধারা,
মরি, বরিখার দিনে, দেববধূ। সতী-
পদপ্রান্তে রতি পড়িলা মূর্চ্ছিতা; দুঃখী
পরদুঃখে, পরশি তাহারে, চেতনিলা
দেবী মুহূর্ত্তেকে। চেতন পাইয়া বধূ
রুদ্ধ শ্বাস ভেদি, বিষাদপ্লাবিত স্বরে,
কহিলা কাঁদিয়া:—"হে ভবানি, আদিশক্তি,
এখনই আইলা প্রিয় ভেটিতে বাসবে,
কে হরিল সেই নিধি, কহ তা আমারে?
রুদ্ধ স্বর মোর, মাতঃ; বচন না সরে।
শুনিনু, তোমার সহ ভেটিলা ভবেশে
ভবজয়ী; কে বিজয় করিল তাঁহারে?
আর না পাইব তাঁরে, আর কি পাবনা?
আমার হৃদয়ে বাস তব, হৃদয়েশ,
কহিতে যে তুমি, সে কি উপচারপদ?
নতুবা কি হেতু জীবিছে আজিও, নাথ,

তোমার বিহনে অভাগিনী? বুঝিলাম,
রমণীর কঠিন হৃদয় ত্রিজগতে।
তা না হ'লে বাঁচিত কি কভু নারীলতা,
আশ্রয়ের তরুশাখা বিনা? ক্ষণ,—ক্ষণ-
মাত্র রতি বাঁচিল যে তোমার অভাবে,
রতিপতি, এ কলঙ্ক রহিল জগতে
তার চিরদিন তরে; সতী কভু নহে
অনুগামী। মরণেও নাহি সুখ মম।
হায়, নাথ, শশী সহ ডুবে সে কৌমুদী,
জলদের সহ লয় ক্ষণপ্রভা; পতি-
সহ-গামী সতী বিদিত জগতে, সেই-
রূপ। কোন্ দোষ করিল অভাগী রতি,
তোমার চরণে, কুসুমেষু? কি হেতু বা
অতল সলিলে তেয়াগিলে অভাগীরে,
কহ তা প্রকাশি। কে হরিল মোর নিধি?
এ বিশ্ব, ব্রহ্মার সৃষ্টি, সংহারিলা শূলী;
কে আর জাগাবে, মাতঃ, চিত্ত-মরুতলে
বাসনার প্রস্রবণ? বৃথা নর নারী,
সতী, পীড়িবে ধরারে ক্ষণকাল; জীব-
বৃক্ষে, কহ, ক্ষেমঙ্করী, কে আর ফুটাবে
নয়নরঞ্জন ফুল, কুসুমেষু বিনা?
অচিরে হইবে বিশ্ব শ্মশান যেমতি।

পিতৃরোষে মরে শিশু মায়ের সদনে,
কে কবে শুনেছে, দেবী, তিন ভূমণ্ডলে?
আর কি শশাঙ্করেখা গগনের ভালে—
মোদিবে মোহিনী মন? আর কি গো কভু
বহিবে বসন্তানিল অনন্ত সৌরভে?
মধুর কূজনে, দেবী, আর কি কোকিল,
মধু-সখা, কূজনিবে? বরষি চৌদিকে
সুধারাশি? উথলিবে উৎস প্রেমামোদে;
গাইবে তটিনী কভু কুলু কুলু স্বরে?
জগত, আনন্দময়, নিরানন্দ এবে।
অভাগীর একমাত্র নয়নের মণি,
হৃদয়-আকাশে জ্যোৎস্না, কেমনে, মা, কহ
কোন্ প্রাণে সঁপিলে সংহারমুখে। দেব
সর্ব্বভুক, কেন না ভখিলা মোরে, চির-
ক্ষুধা নিবারণ তরে? ও কোমল দেহে,
ও কোমল প্রাণে, কেমনে সহিবে, নাথ,
কেমনে সহিছ, সে দারুণ বিষজ্বালা।
বিরহীর উষ্ণ শ্বাস যার, সহিত না
চারু অঙ্গে, মিলনের কোমল পরশ,
তাহাও বাজিত দেহে, এবে সে কেমনে,—
কেমনে সহিছ তুমি এ দারুণ পীড়া?
তুমি মা জগতধাত্রী, সহিছ কেমনে?

দেহ মোর ধনে, ধাত্রী, অনাথিনী আমি ;
বাঁচাও করুণাময়ি, করুণা প্রকাশি,
সঞ্জীবনী স্থধা দানে, জীবনবল্লভে।”
মুহূর্ত্তে বুঝিলা দেবী। তুষিলা বাসবে,
গলিল সে আর্দ্র হিয়া, করুণার খনি,
রতির রোদনস্বরে। আশীষিলা সতী
“লো রতি, সতী বরাঙ্গনে, কেমনে, কহ,
সহি দুঃখ তব, দেবী ; বাজিছে পরাণে।
তোমা দোঁহে,—কাম, কামবধূ,—এ অনিত্য
লীলা, বিশ্বধাম, হেরিছ সে আদি হ'তে ;
নিত্য বিরাজিত, বৎসে, সৃষ্টি-উৎস মাঝে ;
প্রবৃত্তি-স্বরূপে মূলীভূত। মহেশ্বরে,
কি প্রভেদ ব্রহ্মা সহ ? উভে, এক, একে
উভ। এ প্রমাদ বিষাদিনী, নাহি শোভে
তোমা। করুণানিধান শূলী। পতি তব
দেবকার্য্য তরে, সহিলেন এ নিগ্রহ ;
ধন্য বলি মানি লও তারে, লো মানিনি ;
তুমিও সে ধন্য বিশ্বমাঝে। বাসব সে
শোকের আসবে ঘটাইলা এ যাতনা ;
না বুঝি আপনি, দহিলা তোমার কান্ত
দুরন্ত দহনে, কর্ম্মদোষে। কিন্তু সাধ্য
কার, কহ, ত্রিজগতে, সতীরে বঞ্চয়ে

পতি? লভিবে আবার, সতি, পতিধনে।
কিন্তু না হেরিবে আর সে রূপে, রূপসি।
কি ছার সে জড়রূপ, অনঙ্গমোহিনি?
তব চিত্তে নিত্যরূপে বিরাজে যে রূপে
কান্ত তব, সেইরূপে প্রতি জীব-হৃদে
বিরাজিবে কান্ত তব, অনন্ত ব্যাপিয়া।
ভুঞ্জিবে পরম প্রীতি উভে উভ সহ;
বৈধব্যযাতনা কভু হবে না সহিতে
তোমা, যাও চলি, চির-প্রণয়িনি।" শুনি
ভবানীর বাণী চলি গেলা রতি; লোষ্ট্র
যথা, গুরুভারে পড়ে ধরাতলে, শূন্য
হ'তে; আলোক আঁধার মাথা, উষা যথা
চলি যায় ধীরে, নীরবে, তপন দেব
উদিলে গগনে। হেথা রতি-হৃদে, মরি
উদিলা মদন পুনঃ বিনাশি আঁধারে,
অশরীরী চিরদিন তরে, সেই হ'তে।

তৃতীয় সর্গ।

বসিয়া-তারকাসুর রত্নসিংহাসনে
মরকত, হীরা, পদ্মরাগ ঝলসিত,
খচিত বিবিধ বর্ণে, তমোময় তবু ;
তমোময় যথা অমা ঘোর নিশাকালে।
ভূধরশিখর সম দীর্ঘতনু ছটা,
গাঢ়কৃষ্ণ ; বিশাল উরস দৃঢ় ; নেত্র-
যুগ, কুহেলি-আবৃত মধ্যাহ্ন-তপন
সম, ধূমিছে ললাটে। মহাভয়ঙ্কর
বলী। তেমতি ভয়াল সভা আজি সভা-
গৃহে। দৈত্য শত শত ভীমাকৃতি, বসি
সভাতলে, নিশ্বাসে প্রলয়-ঝড় ছুটে
যে সবার নিরন্তর। সহস্র কল্লোল
সম গম্ভীর নিনাদে, সম্বোধিয়া সভা-
সদে কহিলা অসুরেশ্বর ; "কহ, মিত্র,
কি হেতু বিদ্রোহানল ধূমিছে এ পুরে,
আজি ? দেবকুল উড়িয়া বিমানপথে,
ঘোর নিশাকালে, কভু কভু সন্ধানিছে
এ দুর্গ ভিতরে, নিঃশঙ্কে। প্রাচীর পরে
বিচরে অসংখ্য যোধ ভীষণমূরতি ;

অবহেলি সবাকারে, বিষম সাহসে
ছুটাছুটি করে কভু বিমান বিদারি।
এ চালনা বুঝিতে না পারি। জর্জ্জরিত
অত্যাচারে, উদ্ধারিলা কেবা সবাকারে ?
বৈজয়ন্তধামবাসী ক্ষুদ্র প্রাণী যত,
প্রচুর সহায় মোর করিলা সে কালে
সত্য ; হয় ত সুদূরে আজিও রহিত,
মোর বিজয়গৌরব, তা না হলে। কিন্তু
শচীকান্ত সদা অনন্ত দহনে কামী
দহিলা যে প্রজাবৃন্দে, সে দহনশিখা
নিবাইল দৈত্যবারি। এ শিক্ষা কি ক্ষণে
ভুলিলা সে প্রজাবৃন্দ ? রাজধর্ম্ম, সুধি,
যেরূপে পালিছ তোমা সবে, কোনকালে,
কহ, এ প্রদেশে ভুঞ্জিয়াছে স্বাদ তার ?
হেন শান্তি বৈজয়ন্তে লভিয়াছে কভু
পুরবাসী ? যোধ শত শত, সর্ব্বসহ
বীরগর্ব্বে রক্ষিছে অলক্ষ্য পুরী। বজ্র
ভীমনাদী প্রচণ্ড ঝটিকা সহ, কভু
না ভাঙবে এ খণ্ডে ; সে মুষলধারা
বরষি পর্জ্জন্য আর ডুবাইতে নারে
এই ধামে। কালাগ্নির সম উল্কাপাত
আর কি হেরিছ কভু ? পরনারী নাহি

লোভে কেহ। চৌর্য্য, দস্যু, হত্যা, আদি যত
শান্তিঘাতী, পালায়েছে প্রাণ লয়ে, ছাড়ি
এই পুরী। বিচারী সতত সুবিচারে
রত। তবে কোন হেতু, কহ, এ বিপ্লব
ভাব প্লাবিছে এ পুরে? সত্য, দৈত্যকুল-
মাহাত্ম্য রক্ষিতে, রক্ষিতে সে আধিপত্য,
কভু কভু রাজযন্ত্র অনিয়ন্ত্র পথে
ভ্রমিছে কৌশলে, বলে; কিন্তু ভাবি দেখ,—
ভাবি দেখ বীরবৃন্দ, পরিণামে হিত
সে কাহার? রাজশক্তি অদম্য না হ'লে
শান্তি, সুখ বৃথা বাক্য, রোগীর প্রলাপ।
কিছু নাহি বুঝি এবে! কি হেতু এ ভাব
লক্ষি আজি এই পুরে? রণ-অভিলাষী
নাগরিক-কুল যদি, অবশ্য ভুঞ্জিবে
সেই সুখ পুরবাসী। পরাঙ্মুখ কবে
সে ক্রীড়নে দেবঅরি? সম্মুখ সমরে
পূরাইব সেই সাধ। কিন্তু, মন্ত্রিপতি,—
অবিদিত নহে তব, জান সে সকলই,—
অকারণ রণবহ্নি নাহি চাহে হিয়া
মোর জ্বালাইতে কভু। নির্লক্ষ্য লোহের
স্রোতে বিশ্ব ডুবাইতে, নাহি চাহে বীর
কভু। কিন্তু হায়, বৃথা সে কল্পনা। চাহে

তাই যদি জীবকুল, পাইবে অচিরে।
কি কহ, হে সুধিবৃন্দ, এ দ্বন্দ্বসময়ে।”
জলদ-প্রতিম-মন্দ্রে বন্দি ইন্দ্র-অরি,
আরম্ভিলা, মন্ত্রিবর করযুগ যুড়ি।
“দৈত্যপতি, সত্য যা কহিলে; বিজ্ঞ তুমি,
অজ্ঞাত সে নহে কিছু তোমার গোচরে।
কি সাধ্য এ দাসে যে সে বুঝায় তোমারে?
তোমারি প্রসাদে শান্তি লভে পুরবাসী
এই পুরে। বাসবের অশনি-পীড়নে,
তোমারই ভুজাগ্র স্বর্গ রক্ষিয়াছে, বলি,
সত্য, সত্য এ সকলই। কিন্তু দাম্ভিকতা
দম্ভোলি হইতে পীড়ে গুরুতর। স্বর্গ-
অধিবাসী, চরাচরে পূজ্য ত্রিজগতে;
জ্ঞানালোকে ত্রিলোকের মাঝে উজলিছে
এই পুরী, আদিকাল হ'তে। ক্ষম দাসে
তাত, আমরা ত জ্ঞানে শিশু, বলীয়ান
যদিও সুভুজবলে। এ হেন প্রদেশে,—
যোগী সিদ্ধ, দেব ঋষি আনন্দনিবাস,—
দৈত্যের মাৎসর্য্য, শুধু বীর্য্যবিসম্ভূত,
কিম্বা দাম্ভিকতা,—কেন না পীড়িবে কহ,
দারুণ পীড়নে অস্তুস্থল? কেমনে, হে
শূরশ্রেষ্ঠ, সহিবে বা পুরবাসী, জীব-

কুল যত। পরের বেদনা বুঝে যেই
জন ত্রিজগতে, সেই সে মহৎ, বলি,
ভাবি দেখ মনে। এ পুরী বিশাল যন্ত্র
কাহার আদেশে ভ্রমিতেছে নিতি নিতি?
রক্ষণ, পালন, শাসন, কহ কাহার
আয়ত্ত এবে? হ'ক সুশাসন, পরের
শাসন তবু, পরবাক্য বিধি,—কেমনে
হে দৈত্যপতি, বৈজয়ন্ত-বাসী সহিবে
নিশ্চিন্ত মনে, বুঝি দেখ তুমি সুরারি।
তার পর—ক্ষম যদি, প্রভু, কহিতে সে
পারি এবে রহস্য নিগূঢ়। তুমি, নাথ
কিম্বা আমি মন্ত্রিপতি তব, কত কার্য্য
নিজ হস্তে পারি সে করিতে? পারিলেও,
বুঝিলেও, ঘটনা চক্রের স্রোতে কত
কার্য্য, পারি কহ প্রতিবিধানিতে নিত্য?
অসম্ভব, সত্য তথ্য কহিনু তোমারে।
দৈত্যনাথ, সত্য যা কহিলে 'কভু কভু
রাজযন্ত্র অনিয়ন্ত্র পথে ভ্রমিছে
কৌশলে, বলে।' কিন্তু রাজধর্ম্ম কভুও
কি, নাথ, ক্ষুণ্ণ হলে ক্ষণকাল তিষ্ঠে ত্রি-
জগতে? বিচারী যদি অবিচারে রত—
কতকাল সহে জীব, হে বিচারপতি?

ভাবি দেখ মনে, দাস কি আর কহিবে ?”
নীরবিলে মন্ত্রিবর ত্রিতন্ত্রী যেমতি
ছিন্নতার, বিকটাক্ষ—শূর (বলে শাল-
বৃক্ষ সম) কহিলা পরুষভাষে লক্ষি
সভাজনে। “হে দানব-পতি, স্বপনের
কথা সম শুনিনু অজ্ঞেয় ভাষা বিজ্ঞ-
বর মুখে আজি। সাগরে গ্রাসিল নদী !
গোক্ষুর খাত গ্রাসিল ভূধরে ! নতুবা,
হায়, নতুবা কেমনে, দৈত্যকুলমন্ত্রি-
বরে জিনিলা সে ভীরু শচীপতি ? কোন
গুণে কহ মোহিলা তাঁহার মন ? কিছু
আমি না পারি বুঝিতে। দেবের বাখানি
গুণ, নিন্দা দানবের ! কেমনে, হে সুধী,
কেমনে আনিলা মুখে, দানব-সম্বল
তুমি, বিদিত জগতে। পলিত বয়সে
কেশপাশ; স্বর্গের অপ্সরী কভু হের
নাই চখে; স্বর্গের অমিয় এতকালে
রসনায় স্বাদু কি লাগিল ? ও গলিত-
দন্তে, কি অনন্ত সুখ পাবে, চর্ব্বি স্বর্গ-
ফলে, কঠোর ? অথবা স্বর্গের খাদ্য, কি
জানি বা বুঝি, রসিল রসনা তব ; এ
জীব জোয়ারে, জ্বালাইল জঠর-অগ্নি ?

কিন্তু বৃথা এ জল্পনা। এ দানবপুরে
অগণিত সুরগণ সাজি নানা সাজে,—
(ভীরুতায়, শঠতায় এ তিন ভুবনে
অতুল কুহকিকুল) অগণিত সুর-
গণ সাজি নানা সাজে, সন্ধানিছে পুর
মাঝে ; কভু বা নির্লক্ষ্য অস্ত্র ত্রস্তে
বরষিছে সুদূর গগন হ'তে। কভু বা সে
আসিয়া নিকটে, ছুটাছুটি করিতেছে
গগন বিদারি ; পালাইছে পুনঃ রড়ে
দৃষ্টিপথ ছাড়ি। এ দিকে নাগরীগণ,
(শুনিতেছি আমি) গোপনে কল্পনা করি,
জানাইছে দেবে পুরবার্ত্তা। রাজ-আজ্ঞা,
অজ্ঞকুল কভু কভু অবহেলে শুনি
আজি। কি সাহসে, কোন বলে কহ, বীর,
এ হেন আচার উভে করে আজি হেথা?
নিশ্বাসে উড়য়ে লক্ষ্য কোটি যে সবার
দিগন্ত জুড়িয়া ; হুঙ্কারে কলঙ্কিকুল
মূর্চ্ছাগত সদা ; কোন গর্ব্বে হেন দর্প
দেখাইছে আজি ভুবনবিজয়ী বীর
তারক-অসুরে? নামে যার ত্রিভুবন
কাঁপে, স্থাবর জঙ্গম জড় ; থর থরে
উলটি অধীর হয় জরায়ু মাঝারে

ভ্রূণ। এ ভ্রম আজিকে কেন এ সবার?
এ হেন সময়ে, বিজ্ঞ, স্বগণে বিদ্রূপ?—
বিকটাক্ষ কভু না সহিবে। হে দৈত্যেন্দ্র
দানবের আশা-গিরি, আমার মত,—
কৃপা করি নাথ, শুন যদি আমার কি
মত; অকপটে কহি আমি:—এখনই
আদেশ (ও), সাজুক সে রণসাজে, মুহূর্ত্ত
মাঝারে, বীরবৃন্দ; ভীমদাপে কাঁপায়ে
ত্রিলোক, বাহিরুক, বারিস্রোতসম; এ
ক্রীড়া-কৌতুকরণে দেবগণ সহ। কি
ছার সে ফেরুপাল? হে দৈত্যেশ, অলক্ষ্যে
অসূয়াভরে, যে ভীরুর দল, অহিত
কামনা করে এ পুরী মাঝারে, একাকী,
হে দনুজেন্দ্র, কহ, সে সবারে একাকী
বাঁধিয়া আনি রাজসভাতলে, নিমেষে;
খেদাইয়া শূন্যহস্তে। নন্দনকাননে,
প্রতি শাখামূলে আমি বাঁধিয়া প্রত্যেকে,
ঝুলাইয়া রাখি সবে যুগযুগান্তরে;
কাটি দেই দেবনাসা দেবকর্ণ-যুগে;
দেখুক নাগরী কাঁপি, এ পাপের এই
ফল, এই শাস্তি হ'তে, কে রক্ষিবে তারে,
কোন কালে?" এতেক কহিয়া বসিলেন

সভাকোণে বিকট বিরূপী ভয়ঙ্কর
অসুর বিশাল, রবিচ্ছায়া সম।
মহা
রোল উঠিল অমনি সভাতলে; কেহ
গর্জ্জিতে লাগিল ভীমদাপে, "সাজুক সে
মুহূর্ত্ত-মাঝারে বীরবৃন্দ, বিলম্ব না
সহে।"—কেহ বা ধ্বনিল বজ্ররবে, "দণ্ড
সমুচিত পাষণ্ডে, হে দৈত্যপতি; মহা-
মন্ত্রিবরে এ হেন পরুষ ভাষে, ভাষে,
অনায়াসে পাপী; এ বিতণ্ডা, বলিশ্রেষ্ঠ,
নিবার দণ্ডেকে।" এইরূপে মহারাব
বহিতে লাগিল কতক্ষণ; বহে যথা
অর্ণব প্রদেশে, প্রবল ঝটিকা যবে
ঊর্ম্মিচূড়া ধরি, পরস্পরে আঘাতয়ে
বিকট আঘাতে। এ সবার মাঝে, মন্ত্র-
মুগ্ধ যেন, নিস্তব্ধ রহিলা দৈত্য। পরে
একে একে সম্বোধিয়া সভাসদে, ভীম
নাদে কহিলা গরজি, রোষে ক্ষোভে পূর্ণ
বাণী। "এ হেন সময়ে, হে বীরবৃন্দ, এ
বিতণ্ডা, এ বিভেদ, তোমা সবে, শোভে কি
কখন (ও), দেখ ভাবি মনে। বিপক্ষ এবে
নগর-দুয়ারে, আততায়ী; তোমা সবে

কর্ত্তব্যবিমূঢ় ? কি ফল লভিবে বল
বিতণ্ডি এ দণ্ডে পরস্পরে ? আজি নিশা
ঘোর অন্ধকার, বিগত ত্রিযাম এবে ;
ইন্দ্রালয় রবি এ পুরপ্রাচীরদ্বারে
অচিরে আসিয়া আঘাতিবে রৌদ্রকরে ;
চলি যাও এবে যে যার আলয়ে আজি।
পুনঃ আহ্বানিব তোমা। চিন্ত নিজ মনে,
বৈজয়ন্তে শান্তি পুনঃ কেমনে রক্ষিবে ;
কেমনে বা দেবকুলে নিরস্ত করিবে
শান্তি। এতকাল পরে কোন বলে, বলী-
য়ান দেবকুল যত, ফিরিয়া আসিল
পুনঃ এ পুরনিকটে ? কোথা অবস্থান
এবে! কোথা ইন্দ্র দলপতি! প্রের চর,
সন্ধান কৌশলে। হেথা সাবধানে রক্ষ
পুরী। ছায়াসম অগ্রগামী, অনিবার্য্য,
আমার হৃদয়ে কিসের এ ম্লান ছায়া
পড়িতেছে যেন অজ্ঞাতে ; কিছুই আমি
পারি না বুঝিতে। এবে সুপ্রভাত হ'ক ;
চলি যাও সবে মিত্রভাবে।”

এত বলি
মহাদৈত্য বিদাইলা সবে নিশাকালে।
অজ্ঞাতে, আপনা ভুলি, স্বপ্নোত্থিত যেন,

বাহিরিলা বীরশ্রেষ্ঠ ত্রিদিবপ্রান্তরে।
মন্দাকিনীতটে আসি আশু উপজিলা।
সে ঘোর আঁধারে বলী হেরিতে লাগিলা
প্রতি অন্ধকার সূত্রে জটাজূট যেন ;
মন্দাকিনী কলনাদে প্রতি কুলু-স্বরে
শুনিতে লাগিলা সেই বিষাণনিনাদ ;
যেমতি প্রলয়কালে ঘোষেন পিনাকী
ভয়ঙ্কর। চাহিলা গগনপটে বলী ;—
ভয়াল ত্রিশূলছায়া লক্ষ লক্ষ যেন
লক্ষিতে লাগিলা বীর আকাশপ্রান্তরে ;
লক্ষ লক্ষ মহোরগ একত্র মিলিয়া
ছুটাছুটি করে যথা বিকটদর্শন।
অনন্ত-বিস্তারি-শূন্য খর্ব্ব হয়ে যেন,
কারাগার সম দৈত্যে ঘেরিছে চৌদিকে,
তিলেক নাহিক স্থান দেহ প্রসারিতে।
আপন সৌভাগ্যরবি আপন ললাটে
উজলি বিকট জ্যোতি জ্বালিলা যেন বা ;
ঝলসিয়া দশ দিশি, আবার যেমন
ঘোর অন্ধকার মাঝে ডুবায়ে ত্রিদিবে
ফেলিলা অসুরে দূরে অতল অর্ণবে,
পুঞ্জীকৃত অন্ধকার অবাত প্রদেশে।
ক্ষণ এই ভাবে রহি চেতনা পাইয়া

ভাবিতে লাগিলা বলী ; "একি অসম্ভব !
কি হেতু এ কুদর্শন ; এ হৃদি-কম্পন।
জনমে কখনও অনুভবি নাই হেন
ভাব ; এ অজ্ঞাত, এ অবোধ্য ভাব, কেন
আজি সহসা মলিন করে হৃদয়ের
পটে ? কি অশুভ হবে শৈবে ; তাও কভু—
তাও কি সম্ভবে ? প্রভু মোর আশুতোষ ;—
কিন্তু ন্যায় শিখা, নিয়ত দীপিছে ভালে,
বিশ্বের প্রহরী সম। আমি ত কখন (ও)
অণুমাত্র অবিচার করিনি অজ্ঞানে।
হৃদয়ে কাহার (ও) ব্যথা দেইনি কখন(ও)
তবে কেন এ কল্পনা ? এ আতঙ্ক বৃথা ?
কিন্তু, হায় তাই বুঝি ঘটিল আমার
অবশেষে ;—রাজদোষে মজে রাজ্য। কিন্তু
পুরবাসী, রাজ, রাজ-গণে, কি সচিবে,
করিবে কি ভেদজ্ঞান ? হয় ত করে না।
শুনেছি বিষম দম্ভে, অসুর স্ব গণ
মথিছে নাগরী মন ; তাই বুঝি মন্ত্রী
বুধ সম কহিলেন সার ভাষা আজি,—
'দাম্ভিকতা, দস্তোলি হইতে পীড়ে গুরু-
তর।" অসুরের দল তৃণ সম জ্ঞান
করে বিস্তীর্ণ নগরে, নাগরিকে। কভু

শুনি, দিগন্তের কোণে, স্বর্গ-নিবাসিনী-
বধূ লয়ে, অত্যাচারে। কভু বা কলহে
মত্ত, কভু বা আঘাতে পুরজনে। অর্থি-
কুল নিরর্থ বিলাপে, ধর্ম্মাধিকরণ-
দ্বারে বৃথা আর্ত্তনাদে। শুনিয়াছি এই
কথা, এ বারতা আমি বারম্বার। কিন্তু
হায়, রাজশক্তি-ক্ষীণ হ'লে কি কুশল
লোকে? পরিণাম হিত ভাবি সহিয়াছি
সবে। সত্য হা কহিলা বৃদ্ধ, 'রাজধর্ম্ম
ক্ষুণ্ণ হ'লে ক্ষণকাল তিষ্ঠে কি জগতে?'
মজিনু স্বগণদোষে; নিজকর্ম্ম সম
দায়িত্বে বিশাল মোর, এড়াব কেমনে?
হা বিধি, এই বার ক্ষম নাথ, আপনি
করিব, আপনি পালিব সবে, অপত্য
সমান এই হ'তে। হে অন্তর্য্যামী, তুমি—
তুমি জান (ও) সবই—কি ভাবে ভাবে এ বিশ্বে
কুলিশি-বিজয়ী। প্রেমময়, মধুময়,
বিশ্ব সদা তাহার নয়নে বিভাসিত।
হায় রুদ্র, হে পিনাকী, আশুতোষ, ক্ষম
এ দাসেরে, চিরদিন। এ বিশ্ব হইতে,
মুছিয়া লও না দৈত্যকীর্ত্তিভাতি যত,
বিপুল যশ-সৌরভ, এ বংশগৌরব।

অসীম লালসা, এ অতৃপ্তি, মনে ছিল
মিটাইবে, শূলী, তোমার প্রসাদে দাস;—
কিন্তু কি নিয়তি, বঞ্চিবে এ জনে সেই,
পবিত্র সু-আশা অকালে? জীবনের—এ
দৈত্যজীবনের স্ফুরণ হইল কৈ?
কোটি কোটি জীব ডুবাবে কি মোহ-হ্রদে?
কোথা পরিণতি? সৃষ্টির বিকাশ কোথা?
ভেবেছিনু, হায়, ভেবেছিনু আশা করি,
স্বরগ বিজয়ি, নিবসি এ পুণ্য দেশে,
উন্নত করিব দৈত্যকুলে, সুরকুল-
সহবাসে; শিখাইব তমোময় জীবে
দেবের পবিত্র স্বত্ব। কিন্তু সেই আশা
হবে না কি ফলবতী এ জীবনে আর?
একি বিধি, হা বিধাতঃ, এ কোন কৌশল?
কিন্তু, পিতঃ, ক্ষমা কর দাসে,—তুমি বুঝ
তব লীলা; আমি কে তাহার? যাহা কাম,
পুরাও কামনা কামী, সহিব নীরবে।
তোমারই কৌশল লীলা। নতুবা কি আজি
যে দিকে নেহারি, যাহা কিছু শুনি; শুধু
তোমারই বিভূতি হেরি, বিভীষিকা সম!
সেই জটাজূট, সে ত্রিশূল, শূলী; সেই
পিনাকের বিশাল আরাব;—কখন কি

এ দাসের হৃদে শঙ্কা জাগায়েছে, প্রভু ?
কেন তবে এই ভাব ভক্তের হৃদয়ে
সহসা উদয়, কহ, মহাশক্তি-ধর ?
ত্রিলোক ঘুরিছে নেত্রে কেন অকস্মাৎ ?"
বলিতে বলিতে শূর মূর্চ্ছায় যেন বা,
নীরবিলা সে বিরলে। প্রভাতের রবি,
চমকি হেরিলা পড়ি, শৈলধর সম
অসুরেন্দ্রে। দেবী মন্দাকিনী, ঘোষিলেন
ইন্দ্রলোকে নিমেষে বারতা শতনাদে,
ঘোষে যথা শববাহী ; শববাহী ধ্বনি।

চতুর্থ সর্গ।

"দূর হ' এ পুরী হ'তে জনমের মত
শান্তি; তোরে, কভু আমি না পারি সহিতে।
আলস্য, ভীরুতা, শাঠ্য, অনুচর যত,
তা' সহ যা চলি, ত্যজি এ পুণ্য মরতে।
আইস, আইস, দেবি, তুমি তেজোময়ী
মত্ততা, হৃদয়-পদ্মে রচ পদ্মাসন;
আন সঙ্গে ঘোর রঙ্গে সঙ্গী মধুময়ী
একাগ্রতা; মহামন্ত্রে মাতাও ভুবন।
ত্রয়স্ত্রিংশ কোটি দেবে ভাঙ্গিয়া গড়িয়া
অনন্ত শূরতাপূর্ণ রচ এক দেবে;
অদ্বিতীয়, তেজোময়; সে তেজ লইয়া
উদ্ধার বিশাল বিশ্বে অমোঘ প্রভাবে।
অদম্য মত্ততা দেও, প্রতিজ্ঞা দুর্জ্জয়,
কাঁপুক অসুর, হ'ক দেবের বিজয়।"
সুদূর হইতে এই বিপুল ঝঙ্কারে,
মাতাইয়া চরাচরে, গাইতে গাইতে
মহাগীত, আসি উপজিলা ঋষিশ্রেষ্ঠ
নারদ সে বীণাপাণি শৈলেশ-আলয়ে।
নিমগ্ন গাঢ় চিন্তায় ছিলা নগরাজ

তদা। এখনই মেনকা রাণী, কহিলেন
আসি ক্ষোভে রোষে, দৃঢ় ভাষা; চিন্তিছেন
অচলেন্দ্র সে বারতা বসি মৌনভাবে।
ক্রমে ক্রমে দিন গত, আইসে রজনী,
এ ভাবে চলিয়া যায় চঞ্চল সে কাল;
শুক্লপক্ষ কলা সম, বাড়িলা দুহিতা
গৌরী; যৌবনে পূরিল দেহ, অবনত
গুরুভারযুগে এবে; বলিত্রয় ক্রমে,
শোভিল সে চারু কান্তি। কিন্তু যেই স্থলে
পাঠাইলা চর রাজা বর-অন্বেষণে,
বিফল হইল সব। অদ্ভুত বালিকা:—
গ্রাম্য বালা সনে ক্রীড়াকালে, কভু কভু
দশ হস্ত বিকাশে সহসা, নেত্রত্রয়
কভু বা উদ্ঘাটে, বিচিত্র, অদ্ভুত দৃশ্য,
শুনি জনরব-মুখে, যোগ্য বর যত
অমঙ্গল গণি মনে, চরে ফিরাইলা
নিস্ফল। কোথাও, কোথাও মিলে না বর
যোজইতে বরণীয়া সনে। কি আশ্চর্য্য,
অদ্ভুত, হে ভূতনাথ, ভূতনাথপ্রিয়ে,
দোঁহার লীলা জগতে, কে পারে বুঝিতে?
তাই চিন্তাকুল আজি, নগাধিপ বসি,
রাণীর গঞ্জনা বাণী, ভাবিছেন মনে।

হেনকালে উত্তরিলা ঋষি-বর ঋষি
সেই দেশে, মধুর সঙ্গীতে পূরি দেশ।
সম্ভ্রমে উঠিয়া রাজা পদধূলি লয়ে
সমাদরে, কহিলেন ভক্তিভাবে লক্ষি
মুনিবরে; "স্বাগত হে ঋষিশ্রেষ্ঠ; ধন্য
বলি মানিলাম মোর ভাগ্য আজি; তব
পদধূলি পবিত্রিল মর্ত্ত্য লোক; কোন্
হেতু আজি গতি হেথা তব, তাত, কহ
তা প্রকাশি; কিবা সে পালিব আজ্ঞা?" হাসি
সুমধুর হাসি, বসি সু-আসনে, দ্ব্যর্থ-
পূর্ণ ভাষা ঋষি, কহিতে লাগিলা। "নগ-
রাজ, বিরাজে তোমার গৃহে, শুনিয়াছি
আমি, কন্যা তব, পরিণয় কাল গত।
নানা ভাষা নানা জনে কহিছে তাহার।
কেহ কহে, সদা কন্যার পিতৃত্ব লয়ে,
তোমরা দম্পতি, কলহ করিয়া থাক
শয়ন-আগারে? তব কন্যা কহে কেহ,
কেহ বা বিবাদে। জাতি নাই, কুল নাই,
পালিত তোমার গৃহে মাত্র সীমন্তিনী,
গুহা-লব্ধ; শব্দ অন্যে ঘোষিছে জগতে।
কেহ বা বিচারে ক্ষিপ্ত;—তপ্ত রবিকরে
কোথায় নির্ঝরতলে, শৃঙ্গধর পরে,

নয়ন মুদিয়া বালা, নিস্তব্ধ নিচল,
কি ভাবে, চিন্তে সে কিবা, নিতান্ত প্রলাপে
ডুবিলে দিনেশ কভু রক্তিম গগনে
নাহি ফিরে গৃহে বালা। বধির কেহ বা
গণিয়াছে কুমারীরে। কভু কভু শুনি,
সহস্র সম্বোধে, বিম্ব ওষ্ঠাধর নাহি
খুলে, না উত্তরে ভাষা। আপনি বসিয়া
কভু গালবাদ্য করে ক্ষীণা, বম্ বম্
রবে, অধীর মধুর হাসে ভাসাইয়া
দিগন্তের পরিধির সীমা। কভু ক্রীড়া-
কালে কপালে লোচন এক উদ্ঘাটে
ঝটিতে, পুন নেত্র মিশি যায় দেহের
লতায়। কভু বা সে দশহস্তে, করেন
কুমারী বালখেলা, অমনি যে কোথায়
আবার, লুকায় সে বিভীষিকা মুহূর্ত্ত
মাঝারে। একি শুনি কথা, হে নগাধিপ ;
কিছু আমি না পারি বুঝিতে। মহাকাল-
অতল-সলিলে, কোথা হ'তে এ রতন
লভিলে আপনি? কে হেন ধীবর সাধু,
তুলি আনি দিল রাজালয়ে রত্নধনে?
কাঙ্গাল কি নাহিক ত্রিলোকে? যেই ধন
লাগি পাগল নারদ তব, কল্পান্তর

যুড়ি ঘুরিতেছে তিন লোকে ; কেমনে, হে
ভাগ্যবান, কেমনে সে লভিলা তাহারে ?
কহ মোরে ধন্য হই শুনি।” নীরবিলে
বীণাপাণি, বন্দি ঋষিবরে, উত্তরিলা
ভূধরেন্দ্র ; “সত্য যা শুধিলে, তত্ত্বজ্ঞানি ;
কেমন কেমন ভাব দেখি তনয়ার,
না পারি বুঝিতে আমি। উদাসীন সম
যেন, নহে লিপ্ত ; অন্যমনা সদা। বয়ো-
বৃদ্ধি সহ বুদ্ধি স্থির হবে ভাবি, ছিনু
এতদিন মোরা ; কিন্তু সেই চিন্তা এবে
দূর-পরাহত। পরিণয় তরে চর
প্রেরি নানা পুরে, বিফল সে মনোরথ
হ’য়েছে ক্রমশঃ। ব্যাকুল হয়েছি উভে,
আমি রাণী সহ। উপায় উপায়হীনে
কহ দয়া করি যদি, ভব-মুক্ত, ভক্তি-
ভাবে তবে শুনি ধন্য মানি।” এত শুনি
ঋষিশ্রেষ্ঠ, বিশিষ্ট বচনে, কহিলেন
মিষ্টভাষে ; “না চিন্তিও গিরিবর ; এই
ভাব পরিণ’ ঔষধে মুক্ত হয়, হেন
আমি দেখিয়াছি কত। সুযোগ্য সুবর,
দিতে পারি আনি আমি, গ্রহ সে যদ্যপি।
কিন্তু সত্য তথ্য আমি গোপন করি না ;

বরের সকল কথা কহিব প্রকাশি।
পিতৃমাতৃহীন পাত্র। দোষ কিবা তাহে?
গৃহিণী আপন ঘরে হইবে দুহিতা
স্বাধীন, স্বপতি বশে আনিলে কৌশলে।
বিদ্যা কি অবিদ্যা তিনি না ভজিলা কভু;
সে ত সৌভাগ্যের কথা; আপন আয়ত্ত,
করিবে নিমিষে কন্যা, রাজত্ব বিস্তারি;
শূন্য মনে ভার্য্যা তন্বী, অনিবার্য্যা ভবে;
নারীই প্রহরী সম। শিক্ষা দীক্ষা হবে
গৌরী তব। দিগম্বর শ্রুতি তাঁর ভবে,
তেঁই নিবেদিত বিত্ত, কি আর কহিব?
বিভব, বিভূতি যত ত্রিলোক মাঝারে
অতুল সে তুলনায়, তাঁহার গোচরে।
সুঘোর সঙ্গীত-প্রিয়; মধুর সুভাষী;
ডমরু পিনাক, বাদ্যে মহা সুপণ্ডিত
তান লয় মূলাধার। অপরূপ রূপ
ভবে বিচিত্র দর্শন। ধবল তুষার-
কান্তি, স্থূল কলেবর, জটা চূড়া ভঙ্গি
অঙ্গে কিবা সুশোভন। কুল পুছ যদি,—
অকূলে কাণ্ডারী তিনি, ব্যাকুল জনেরে,
কূল দেন অনায়াসে। পিতা, মাতা, কিবা
কন্যা, কিবা সে বান্ধব, যাহার যা বর-

ণীয় সদা, যাহার কামনা যাহা, নিত্য
বিরাজিত এই পাত্রে। কহিনু সকলি
তোমা প্রকাশি বিশেষে, ভাবি দেখ মনে
এবে, নগেশ ধীমান।” উত্তরিলা গিরি-
বর, “রাণীরে শুধাই তবে; তাঁহার কি
মত; আপনি অক্ষম আমি উত্তরিতে
কথা।” স্মরিলা রাণীরে রাজা, উপজিলা
আসি মুহূর্ত্তে মেনকা রাণী, গিরিরাজ-
জায়া। শুনি ভাষা নারদ-সকাশে, হাসি
কহিলেন রাণী সতী-সীমন্তিনী, “নাম
কিবা কহ ঋষিবর, নামে ত বাজিবে
নাক? কোন গোত্র? কিবা সে স্বভাব? কত
সে বয়স বরে? প্রাচীন কি যুবা? কহ
ত্বরা করি ঋষি, নিবাস কি দেশে?” “নাম?”
উত্তরিলা ঋষিশ্রেষ্ঠ; “পরিণাম—জীব
জড় নিখিল সংসার,—পরিণাম যার
করে, নাম কি কহিব তার? জনমুখে
অনাদি নামে বিখ্যাত; নাম রাখিবার
কিন্তু ছিল নাক কেহ, স্বনামে সে ধন্য
বিশ্বে। গোত্রহীন পাত্র, কিন্তু গোত্রপতি
সম। বয়সে প্রাচীন নহে, প্রাচীনের
স্মৃতিবহির্ভূত, কিন্তু নহে যুবা। শিশু-

সম বলিলেও পারি বলিবারে সত্য।
মহাকাল কালের পরিধিপ্রান্তে নিত্য
বিরাজিত; মহাশক্তি বিভূতি ভূষিত।
নিবাস অনন্তপুরে, পরিণামে জীব-
কুলে যে পুরে বসতি ; বিশ্বের নিবাস
তিনি। স্বভাবে সে আশুতোষ, সদা সত্য-
প্রিয়, ইন্দ্রিয়বিকারহীন, ধর্ম্মপ্রাণ
সদা। সর্ব্ব অংশে শ্রেষ্ঠ বর ; করি চেষ্টা,
যদি উভে কর অনুমতি।" এত বলি
নীরবিলা পরম কৌশলী। "নারী আমি
যোগিবর, ভাল মন্দ তোমা সবা মত,
পারি কি বুঝিতে কভু। কিন্তু বুঝিলাম
যাহা, আমার ত নাহিক অমত ; বরং
সম্মতি মোর হয় নানা মতে। সুখে ত
থাকিবে গৌরী ? ত্বরায় মোরে কহ, দয়া
করি সে বারতা। কত দূর সেই দেশ ?"
কহিলা নারদ সত্য ; "অনন্ত সুখের
প্রস্রবণ—তব গৌরী, সুখেই রহিবে।
নহে দূর বরালয়, শুন বরাঙ্গনে,
সতত নিকটে, চিত্তপটে, (চিত্রপটে
আলেখ্য যেমতি) প্রেমময়, ভক্তিময়
জীবে ; কিন্তু দূর সদা ভক্তিহীন জনে।"

নেহারি উৎসুক নেত্রে রাণীর নয়নে
ক্ষণকাল, গিরিরাজ কহিলা সুভাষে;
"আমরা সম্মত উভে। করি আশীর্ব্বাদ
শুভকর্ম্মে, কর চেষ্টা সুধি। শ্রেষ্ঠ বলি
মানি দেব, তোমার মন্ত্রণা। সততই
মঙ্গলময় করুণা তোমার। বিতর
মঙ্গলবারি বাল-লতিকায়। বিবশ
হৃদয় মোর, কি আর কহিব।" উঠিলা
নারদ ঋষি, ঝঙ্কারিল বীণা; মেনকা,
মৈনাক-মাতা, নগরাজ উভে, নমিলা
দম্পতি তবে ঋষির চরণে, মুক্তিদ।
বিভোর সঙ্গীতে, গাইতে গাইতে ঋষি
বিমান প্রদেশে, চলি গেলা মুহূর্ত্তেকে;
ভক্তের প্রার্থনা যথা, বিমান বিদারি
উঠি যায় উর্দ্ধদেশে অনন্ত আসনে।
হেথায় দম্পতি উভে গাঢ় ভাবনায়
যাপিলা দিবস নিশি। নিশা-অবসানে
দেখিলা স্বপন নগ। পার্ব্বতীর পরি-
ণয় সভা। বাজিছে বিকট বাদ্য, বম্
বম্ রবে নাচিছে প্রমথগণ মত্ত
সে বাদনে, কভু শূন্যে, ধরাতলে কভু।
উচ্চ গিরিশৃঙ্গ ধরি ভাঙ্গিতেছে কেহ,

চূড়ে চূড়ে লম্ফ দিয়া প্রচণ্ড তাণ্ডবে,
বিজলীর সম, চমকিছে কোন ভূত।
ভূতনাথ, তা সবার মাঝে, দাঁড়াইয়া
সভাতলে, মুখে মৃদু হাসি। পরিধান
ব্যাঘ্রচর্ম্ম। কোটিবন্ধে ফণী, কুণ্ডলিত;
ধক্ ধক্ দীপিছে পাবক ভালে; জটা-
জূট, ঝুলে পৃষ্ঠদেশে। বামেতর কর
পরে উমার সে কর, রাখি যেন নগ-
রাজ সঁপিছেন বালা; হুলাহুলি দিলা
পুরনারী। তা দেখি প্রকৃতি যেন, হাসি
মিলিলেন ভানু-আঁখি; বিমল, বিশুদ্ধ
স্নিগ্ধ করজাল, মরি, খেলিতে লাগিলা
যেন গগনপ্রাঙ্গনে! শশী আসি যেন
রবির সকাশে, আসন লইলা নিজ।
উভে উভ শোভা বাড়াইলা মাতি প্রেম-
মদে। বহিলেন গন্ধবহ, সুশীতল,
আনন্দহিল্লোলে পূরি দেশ। ফুলকুল
ফুটিল চৌদিকে। কিবা উচ্চ শৃঙ্গ পরে,
উপত্যকা দেশে, নবীন ভূষণে যেন
সাজিলা প্রকৃতি ফুলেশ্বরী। বনরাজি
গাইলা উল্লাসে, বিহঙ্গসঙ্গীততানে।
শৈলচর প্রাণী যত, আনন্দে নাচিলা,

ছুটাছুটি করিলা হরষে ; আসি শেষে
মধুময় প্রেমে, ঘেরিলা নব দম্পতি ;
তৃষিত লোচনে আশীষিলা সে যুগলে ;
দেখিতে দেখিতে স্বপ্ন (প্রাতঃস্বপ্ন ভবে
অব্যর্থ সুসিদ্ধ সদা, বিদিত জগতে)
আনন্দে মগন হইলেন নগাধিপ ;—
শিহরিল দেহ, আনন্দাশ্রু ঝর্‌ঝরি
ঝরিল লোচনে। জাগি ত্রস্তে হস্ত ধরি
ডাকিলেন পতিগতপ্রাণা মহিষীরে ;
চকিতে সুনিদ্রা ত্যজি জাগিলা মহিষী।
স্বপনবারতা শুনি কহিলেন রাণী,
"সুস্বপন ; গৌরী মোর বড় ভাগ্যবতী ;
এহেন দিবস আসিবে কি, ত্বরা করি
প্রজাপতি বরে।"
হেথায় নারদ চলি
গেলেন কৈলাসে, মুহূর্ত্তেকে, যোগে মগ্ন
যথা যোগেশ্বর ছিলা এতকাল। জাগি
প্রভু হেরিছেন অনন্তের পটে, কত
বিশ্ব ফুটিতেছে, নিবিছে আবার, ঘোর
অন্ধকার মাঝে। আপনার লীলাধ্যানে,
নিচল লোচনে, মগন ভীষণ শূলী,
বিশাল সংহারী। ঋষিকুল-অবতংস

আসি প্রণমিলা দেব-দেবের চরণে।
"সিদ্ধ হো'ক মনোরথ তব, সিদ্ধযোগী!"
আশীষিলা আশুতোষ। উত্তরিলা হাসি
ঋষি, "হে দেবাদিদেব, তব বাক্য কভু
না হ'বে অন্যথা, বৃথা। জান লীলাময়,
দেবের সাধিতে কার্য্য, ধর্ম্মরক্ষা হেতু,
বর ভিক্ষা মাগিলেন, সহস্রাক্ষ যবে,
ক্ষেমঙ্করী ক্ষমা করি দেবে, চিন্তিলেন
সীমন্তিনী, নানৃতভাষিণী, সেইকালে:—
'জনমিব হিমালয়-আলয়ে মরতে,
মেনকা দেবীর গর্ভে লীলাময় দেহে।
মহেশের অংশে পুনঃ, কুমার কার্ত্তিকে
লভি, সাধিব এ দেবকার্য্য। ত্রিশূলীর
অংশ বিনা, তারক অসুরে, কে আঁটিবে
ত্রিভুবনে।' জননী নমিলা আসি তব
পাদমূলে, উমাকান্ত; সে বৃত্তান্ত স্মর
স্মর-হর। আশীষিলা, প্রসন্ন অন্তরে
প্রভু, দেবদুঃখে দুঃখী ভবানীরে। সেই
ভাষা দেবের সহায় 'তোমার প্রসূন,
শক্তি, শিব-অংশে ধরাতলে জাগাইবে
সদা নির্জীবে, অসহায়ে।' সময় সেই
সমাগত এবে। সুদূর প্রবাসবাসে

বহুক্লেশ সহি দেবের মঙ্গল তরে
নিবসেন ক্ষেমঙ্করী। কত কাল আর
ভুলিয়া রহিবে, নাথ, স্বতত্ত্বচিন্তনে?
অপূর্ণ সে তত্ত্বজ্ঞান পূর্ণ কর আজি,
ব্যোমকেশ।” বলি ঋষি নমিলা চরণে।
“কি কহিব ঋষিবর!” আশু উত্তরিলা
প্রভু বিভূতি-ভূষণ। “জান সে সকলই
তুমি; কাতর এ হৃদি ভক্তের লাগিয়া
সদা, ভব-মুক্ত, কি আর কহিব। কিন্তু,
নিজ কর্ম্মহ্রদে ডুবে জীব, কে রক্ষিবে
তারে? ইচ্ছায় না করি কিছু, বিশ্বরাজি
মাঝে। বহুদিন উমার বিহনে সহি,
রহিয়াছি আমি তাঁর ধ্যানে; কাল পূর্ণ
এবে; হউক বিধির বিধি সিদ্ধ ধরা-
তলে। কর আয়োজন, যোগী।” এত বলি
মহাশূলী ডাকিলা প্রমথে। ভূতকুল
কঠোর কর্কশ ধ্বনি ধ্বনিলা বিমানে
উল্লাসে, স্মরিয়া মায়ে উল্লসিত যথা
প্রবাসে সুপুত্র তাঁর। বিকট তাণ্ডবে
কাঁপায়ে ব্রহ্মাণ্ড পুরী, আসি উপজিলা
চৌদিকে। কহিলা ঋষি সম্বোধি প্রমথে।
“চল যাবে ভেটিতে মায়েরে, হিমালয়ে;

উদর পূরি পাইবে মিষ্টান্ন, বিশিষ্ট-
রূপে ; শঙ্খ, ঘণ্টা রোলে, নাচিবে হরষে
মত্ত ; রে প্রমথকুল, সাজ ত্বরা করি।”
আনন্দে সাজিলা নন্দী ; বিবিধ ভঙ্গিতে
ভৃঙ্গীবর, আটিয়া বাঁধিলা কোটিবন্ধ
ছায়া দেহে। আর আর ভূতকুল, মহা-
হর্ষে সাজিলা নিমিষে। দোলাইয়া পুচ্ছ,
ককুদ চামর, মরি হেলায়ে পারশে,
হেলিতে দুলিতে বৃষ, বৃষেশ সুন্দর,
আসি উপজিলা আনন্দে। শোভিলা বৃষ-
বাহন বৃষভ উপরে, যেমতি শোভে
ক্ষীরোদসাগরে ফেনরাজি উর্ম্মিচূড়ে।
ঘোষিল মঙ্গলবাদ্য গগন আলোড়ি
গণকুল। হরি, চতুর্ম্মুখ, দেবগণ
সহ আসি, হাসি সম্ভাষিলা মহেশ্বরে।
মহেশ্বর সম্ভাষিলা সবে ; চতুর্ম্মুখে
শির নোয়াইয়া, বাক্যে হরি, ইন্দ্রে হাস্য-
মুখে ; আর আর দেবগণে যথাবিধি
বরি। অনশ্বর পথে, চলিলেন ঋষি
সহ মহেশ্বর যোগী। নামিতে লাগিলা
লক্ষি শৈল-রাজপুরে। উঠিল ঊর্দ্ধে
জটাজূট তেজঃপুঞ্জ, ধূমকেতু যথা

বিস্তারে গগনে পুচ্ছ। চৌদিকে প্রমথ-
কুল গাঢ় ধূম সম, ঘেরিলা সে অগ্নি-
শিখা ;—অমল ধবল কান্তি অগ্নি-চক্র-
কেন্দ্র-সম ভাতিল গগনে। কত ক্ষণে
রাজপুরে, আসি উপজিলা বরণীয়।
পুরনারী কেহ, অর্দ্ধ বিনাইত কেশ
ধরি বাম করে, ছুটিলা গবাক্ষপথে
হেরিতে হরেরে।—কিন্নরী অন্য, অলক্তে
রঞ্জিত একপদ, তুলি হস্তে ধাইলা
প্রাঙ্গনে ত্রস্ত ; শিথিল বস্ত্র ; খসি পড়ে
অঞ্চল সে লুটি ধরাতলে। মর্ত্ত্যবাসী,
গণিলা অন্তরে, রাশিচক্র কক্ষ হ'তে
খসিয়া পড়িছে অনন্তে। মুহূর্ত্ত মাঝে
বিস্ময়, হ'ল পরিণত আতঙ্কে। ভূত-
কুল-বিকট-গর্জ্জনে বধির হইল
ব্যোম কর্ণ ; বিষধর ভীষণ নিশ্বাস
শ্বাসি, আলোড়িত করিলেন দিগন্তের
সীমা। বম্ বম্ রবে, চমকি জাগিলা
শূন্য। শিশুকুল শৈলপুরে যত, মাতৃ-
স্তন্য মুখে করি, কাঁদিয়া উঠিল শূন্য-
মনে। বৃষপদাঘাতে, ছুটিল চৌদিকে
অগ্নিকণা ; শৃঙ্গধর মুহুর্মুহু, থর

থর থরে, কাঁপিয়া উঠিলা ত্রাসে। গুহা-
বাসী মেঘদল, বিদীর্ণ হইল নাদি,
উগরিল ইরম্মদ। নিমেষে নারদ
ভাষিলেন আসি বার্ত্তা, নগেন্দ্র-গোচরে।
অচলেন্দ্র বন্দি বরে, ধন্য ধন্য বলি
মানিলেন নিজভাগ্য, সুধী। শুভক্ষণে,
শুক্ল পক্ষে, বৈবাহিক-বার-তিথি-যোগে,
ফলিল প্রভাত-স্বপ্ন। পুষ্পবৃষ্টি হ'ল
ধরাতলে। ইন্দ্রলোকে স্পন্দিল লোচন
বাম তারক অসুরে। যোজিলেন যোগি-
বরে যোগিনী—নন্দিনী গিরিরাজ। রাণী,
রাজা, আশীষিলা উভে। মুছিলা অঞ্চলে
আঁখি মেনকা মহিষী অশ্রুবারি, হায়,
আজি বিদায়ের কালে। মুছিলা লোচন
গৌরী। "যাও, মাতঃ, বিশ্বের জননী ; মনে
কর' জননীরে। বর্ষে বর্ষে একবার
দেখা দিও দিগম্বর সহ, অম্বা ; সেই
আশে রাখিব জীবন, তবু ; শূন্যপ্রাণে,
শূন্য গৃহে রহিব, মা, কোনও রূপে।" চাহি
জামাতার মুখে, কহিলা বিষাদে রাণী ;
"গৌরী মোর বড় আলা, ভোলা ; ভাল মন্দ
নাহি বুঝে কিছু ; পায় নাই দুঃখ কভু,

জানে না যাতনা! শত অপরাধ তার
নিজগুণে হর দয়া করি, হর।” বারি-
পূর্ণ কুহেলিকা যেন, নির্ব্বিকার শিব-
নেত্র ছাইল অমনি, ধীরে ধীরে। রাখি
জননীর বক্ষে বদন-সরোজ, নত-
মুখে গৌরী, ক্ষণ ঝরিলেন মুক্তাবিন্দু ;—
তিতিল মায়ের বস্ত্র, হায়রে, এ দিনে।
দেখিতে দেখিতে দশভুজা, দশভুজে
সাজিলেন, বিচিত্র দর্শন। শোভিলেন
ত্রিনয়নী। নিমেষের মাঝে, হরগৌরী-
বেশে, মিশিলেন এক অঙ্গে, উমা, উমা-
পতি ; অর্দ্ধাঙ্গে পুরুষ, প্রকৃতি শোভিলা
অর্দ্ধাঙ্গে। স্তুতিলা নারদ ঋষি, বীণার
ঝঙ্কারে পূরি তান ভক্তিভাবে। স্তুতিলা
বিশ্ব, স্থাবর জঙ্গম জড়। নগরাজ,
নগরাজ-জায়া, মুগ্ধ, স্তব্ধ হেরি শোভা,
যোগ দিলা সে স্তবের সনে। না জানিলা
কিছু, কোন কালে অন্তর্ধান অন্তরের
মাঝে, হইলা নব দম্পতি। বিবশের
মত হিমবান, হিমবানবধূ, আর
আর পুরবাসী যত, রহিলা পড়িয়া।
কেবল শ্রবণে, শুনিতে লাগিলা গিরি,

রহিয়া রহিয়া, বীণার ঝঙ্কার মৃদু,
সুদূর গগনে। গ্রহ, উপগ্রহগণ
মধুর সঙ্গীতে, ছাড়ি দিলা দিব্য পথ।
রহিয়া রহিয়া যেন সে সঙ্গীত আসি,
জাগাইছে মর্ম্মব্যথা দূর ধরাতলে।
নগ, নগরাজবধূ বিবশ সে রবে।

পঞ্চম সর্গ।

যে কেন্দ্র আশ্রয় করি, সচল চক্রের
চলন্ত পরিধি সম, জ্যোতিষ্কমণ্ডিত
অনন্ত নভোমণ্ডল, ঘুরিতেছে অহ-
র্নিশ, সে কেন্দ্র প্রদেশে দাঁড়াইয়া বিশ্ব-
কর্ম্মা, সুদূরবীক্ষণে হেরিছেন বিশ্ব
যন্ত্র। তরঙ্গিত ব্যোমকেন্দ্রে মরুৎ-দেব
সদা, লঘু হ'তে লঘুতর, বিকাশেন
দিব্যতেজ, আলোকিত যাহে প্রকৃতির
জ্বলন্ত প্রদেশ। তা' সহ মিশিয়া ছুটি
অন্ধকার, জগতের অন্ধতম দেশে
পশি, ডুবাইছে ভীষণ তমসে সব।
সে তেজের তেজে, মথি সে মরুৎ, মহা-
শিল্পী কি কৌশলে অপঃকণা লয়ে, দণ্ডে
দণ্ডে নূতন ব্রহ্মাণ্ডরাজি, গড়িছেন,
ভাঙ্গিছেন পুনঃ। অতীন্দ্রিয় শক্তি রজ্জু
যুজি পরস্পরে, মহাচক্রে নিজ কক্ষে
রক্ষিছেন সুধী। কক্ষ হ'তে কক্ষান্তরে
কভু বা নিধায়ি, ভারকেন্দ্র চিরস্থির
রাখিছেন বলী; তিলেক বিচ্যুত হলে

অমনি প্রলয়ে চূর্ণিত হইছে আশু,
বিশ্বের সে দেশ; আবার গড়িছে শিল্পী
কল্পনার বলে। এ ভাবে পাঞ্চভৌতিক
প্রপঞ্চের ক্রিয়া, উৎপত্তি বিলয়, শিল্পী
সাধিছেন সদা, ধীমান। আকাশ যুড়ি
বিরাজেন শব্দ, ধ্বনিময়, আদি কাল
হতে দেবশিল্পী-অনুচর। মহানৃত্যে
দেবভৃত্য ঘোষিলা বারতা আজি দেব
সুগোচরে। "দেখ চক্ষু মিলি, বলি, ইন্দ্র
সহ আগত কুমার কার্ত্তিকেয়। শোভা
হেরি জুড়াও লোচন, প্রভু। ব্যোমদেব
আপনি উল্লাসে আজি হাসিছেন, হের,
দিব্য জ্যোতির্ম্ময় হাসি। শক্তি-অংশে জন্ম
দেব।" নীরবিলে অনুচর, সসম্ভ্রমে
সম্ভাষি কুমারে কহিলেন সুশিক্ষক।
"হে শক্তিপ্রসূন, তব শুভাগমবার্ত্তা,
বাসবসকাশে শুনিয়াছে এই দাস।
কিন্তু সে কি সাধ্য মোর শিখাইব তোমা?
বিশ্বের জননী, প্রসূ তব, দয়া করি
যেই আজ্ঞা করেন অজ্ঞেয়া, পালি মাত্র
লীলাক্ষেত্রে। অন্য নাহি জানি, শক্তিধর।
দেবীর আদেশে, লও তব ধন তুমি,

কুমার সুমতি। আমার আয়ত্বে, আছে
যাহা, কি দিয়া তুষিব তোমা, কহ দয়া
করি।” “গুণিশ্রেষ্ঠ, জ্যেষ্ঠ বলি মানি তোমা’
কহিনু নিশ্চয়,” উত্তরিলা কার্ত্তিকেয়।
“সৌভ্রাতৃপ্রভাবে শিখাও আমারে অস্ত্র-
বিদ্যা, বিদ্যাবান। শিশুকাল হ’তে অন্য
শিল্পে, কল্পনা আমার, ধায় নাই কভু।
বিচরি বিশাল শূন্যে, গ্রহ উপগ্রহে
ধরিতাম ক্রীড়াচ্ছলে; আকর্ষি নিগ্রহে,
ছুড়ি ফেলিতাম দূরে শৈশববিক্রমে;—
কিম্বা পরস্পরে, ঠুকাঠুকি করিতাম
কৌতুক আবেগে; চূর্ণ চূর্ণ হয়ে যবে
পড়িত ভাঙ্গিয়া, মহারঙ্গে সে স্ফুলিঙ্গ
ধরিতাম করে, লম্ফে লম্ফে। মল্লযুদ্ধ
করিতাম কভু, পবন দেবের সনে
মহা মহোল্লাসে। বড় কৌতূহল মোর
হ’য়েছে এখন শিখিবারে অস্ত্রশিল্প।
সকল গুণের সার অস্ত্রবিদ্যা ভবে,
ন্যায়-পথে ধায় যদি সে বিদ্যাপ্রভাব।
শুনিয়াছি সহস্রাক্ষ-মুখে, আমাদেরো
ছিল মাতৃভূমি, দেবের চিরনিবাস,
মধুময় লোক স্বর্গপুরী। কাড়ি লই

বলে সেই ভূমি অধম অসুরকুল
ধর্ম্মের বিরোধী, বিরাজে সে পুণ্যদেশে
পূর্ণ তমোগুণে। হেথা মোরা সবে দেব-
কুল, অকূলে পতিত, ভাসিতেছি বহু-
কাল কলঙ্কসাগরে; ডুবিতেছি, হায়,—
ডুবিতেছি অবসাদহ্রদে। সদা ত্রাসে,
সদা 'তঙ্কে রহিব কেমনে? এ কলঙ্ক,
এ বিষাদ সহিতে না পারি, শিল্পিবর।
কেমনে বা সহিছ সে তুমি? আর যত
দেবগণ সহেন কেমনে, এত দিন!
শিখাও আমারে মহাবিদ্যা, দেখিব সে
এ কলঙ্কমসী মুছে কি না মুছে ভালে
দেখিব সে প্রয়াস করিয়া। দেবালয়ে
দানবের স্পর্দ্ধা, বৃদ্ধ, পারি না সহিতে,
পারি না সহিতে আর। দেখি নাই পুণ্য-
ভূমি কভু; কিন্তু শূন্য দেশে দেখিয়াছি
ব্যাস তার ক্ষীণ রেখা সম, বহুবার;
আলোক আঁধার বিমিশ্রিত। মহার্ণবে
পথভ্রান্ত নাবিক যেমতি, মহোল্লাসে
নেহারেন দূর বেলাভূমি। মনে হ'ত
যেন, সেই পুণ্যভূমি, দেবগণ-চির-
বাস, প্রসারি যুগল বাহু, আলিঙ্গন

আশে আহ্বানিছে সকরুণ, হৃদে ধরি
জুড়াবার তরে বারেক। শিখাও বিদ্যা,
কেমনে সে নাশিব রিপুরে, সুকৌশলি;
আপনার দেশে আপনি *বসিব পুনঃ,
বসাইব দেবে নিরাপদে। এই শিক্ষা,
দেব, এই শিক্ষা দেহ, ভিক্ষা মাগি, ত্বরা
করি, বিলম্ব না সহে।" উত্তরিলা জ্ঞানী;-
"জগতের শিক্ষাগুরু, কি শিক্ষা শিখিবে
তুমি শিখাব বা আমি, মতিহীন। যাহা
ইচ্ছা আদেশ আমারে; নিজ জ্ঞানে শিখ
শাস্ত্র, উপলক্ষমাত্র মোরে করি। কিন্তু,
কাল পূর্ণ যেন বীর, হয়নি এখনো।
বিকার হৃদয়ে তব হেরি, নির্ব্বিকার,
মথিছে দারুণ দুঃখে অন্তস্তল তব?
তেয়াগ বাসনা, কর্ম্মী; ত্যজি ফল, বলী,
হৃদয়-কার্ম্মুকে বসাও কর্ম্মের শর,
লক্ষ্য ভেদি। অবশ্য হইবে জয়ী। যেই
হেতু আবির্ভাব তব ভবমাঝে, বলী,
ফলিবে বিধির বিধি এ বদ্ধ জগতে।
সংশয় না কর সুধি।" এতেক কহিয়া,
বিদায়ি বাসবে শিষ্ট ভাষে, শিক্ষা হেতু
রাখিলেন বিশ্বকর্ম্মা আপন নিকটে,

শিক্ষার্থীরে। কিছুদিন সাম্যশিক্ষা দিয়া,
দীক্ষা করিলেন ঐক্যমন্ত্রে। সুসময়ে
ধৈর্য্য-অস্ত্র দিলা বীরবরে, ধীরবর।
প্রবৃত্তি-ফণি-বিনাশী শিখীর চালনা
শিখাইলা শিখিধ্বজে। এই ভাবে দিব্য
জ্ঞান লভিলা কুমার কার্ত্তিকেয়। রণ-
বিদ্যা, নাহি শোভে কদাচন তমোময়
জীবে; বিষধর বিষ যথা, জ্ঞানী বৈদ্য
বিনা নাহি হয় ফলপ্রদ। অবশেষে
শিখাইলা বলী, আয়ুধ-আগার হ'তে
বিবিধ-আয়ুধ-রণ-কৌশল, কুমারে।
বাণশাস্ত্র, অগ্নিশাস্ত্র, গদা-প্রকরণ,
অসিক্রীড়া, শূলক্রীড়া, নারাচ, পরশু,
মল্লযুদ্ধ, ব্যূহভেদ, ব্যূহের রচনা,
স্তম্ভন, মোহন, বায়ু-অস্ত্র-বিচালন,
রথ, অশ্ব, গজ, গতি, শূন্যবিদারণ,
সমাগম, তিরোধান ;—অশেষ আয়ুধে
অশেষ রণকৌশল শিখাইলা শূর
শিখিধ্বজে, অনায়াসে শিখিলেন বলী।
এ ভাবে সুশিক্ষা লভি দেবসেনাপতি
শুভক্ষণে বিদায় মাগিলা শিল্পী পাশে।
"জয়োস্তু পার্ব্বতীসুত, তারকসূদন,

যাও ফিরি দেবকুল নিবসেন যথা,
হিমাদ্রি গুহাগহ্বরে। নিজ বলে, বলী,
কর বলীয়ান সবে। সিদ্ধ হ'ক মনো-
রথ তব।" কহিলেন দেবশিল্পী। "নীতি-
বল, ভুজবল সহ, বাঁধিয়াছ তুমি
যে কৌশলে; শিক্ষার অধিক শিক্ষা, লভি
নিজগুণে, গুণী, এ দাস নিকটে, ধন্য
করিয়াছ মোরে যুগযুগান্তরে। যাও
চলি বলিশ্রেষ্ঠ; বিজয়পতাকা, শূর,
বাঁধিয়া শিখরে, শিখিধ্বজ, দেখা দিও
পুনঃ এ প্রদেশে; যশস্বী তুমি; কি আর
কহিব।" "তোমারি করুণা, কর্ম্মী", কহিলা
কুমার নতভাবে। "তোমারই প্রসাদে
লভিয়াছি দিব্যজ্ঞান, সম্ভব যে কিছু
এই ঘটে। তোমারি প্রসাদে, সেবিলাম
বিবিধ আয়ুধপুঞ্জে এ পুণ্য প্রদেশে।
গুরু বলি মানি তোমা চিরদিন তরে।
যে দয়া প্রকাশি, দেব, পালিয়াছ তুমি
এ বিজনে, সেই স্মৃতি রহিবে জড়িয়া
মোর অন্তর-অন্তরে চিরদিন। কর
আশীর্ব্বাদ, কর্ম্মী, আবার যেমন, দেব-
কুলে লই সুখে আপন আলয়ে, আশু;

উদ্ধারি সে মাতৃভূমি, বিনাশি অসুরে।
কিন্তু স্মৃতিচিহ্ন মোরে দেও দয়া করি
দিব্য অস্ত্র ; রণভূমে সহায় হইবে
অস্ত্র অদম্য প্রতাপে।” নীরবিলে বলী,
কহিলা কেন্দ্রনিবাসী, হাসি মিষ্ট ভাষে।
“কি সাধ্য আমার, দেব, তোমারে প্রদানি
দিব্য অস্ত্র! মহাকাল ত্রিশূল ভয়াল—
একমাত্র সংহারী আয়ুধ তব। কর্ষি
শূলে অদম্য প্রতাপে, লক্ষি বক্ষঃ, ছাড়ি
দিলে তুমি রৌদ্রতেজে, নিমেষে বিনাশ
হবে, এ বিশ্ব বিশাল। স্থাবর, জঙ্গম,
জড়, কিছু না রহিবে। হইবে প্রলয়
ঘোর, নাহি সম্বরিলে তুমি অস্ত্রাস্থত।
ব্যোমতল আপনি হইবে ক্ষুব্ধ, স্তব্ধ
চরাচর। ক্ষিতি, অপঃ, তেজ, বায়ু, লয়
হবে মুহূর্ত্তেকে ; চলি যাবে সব মায়া
সম। কি ছার তারকাসুর, দৈত্যসেনা
সহ। সেই অস্ত্র দিবেন পিনাকী তোমা,
প্রয়োজনকালে। কি সাধ্য এ দাসে কহ?
হায়, তব যোগ্য অস্ত্র আমি কোথা পাব
বলি? তবে যদি গ্রহ দয়া করি, দেব,
আয়ুধ এক রাখিয়াছি আমি, কুমার,

তোমার লাগি বহুদিন হ'তে, বিদায়-
কালে, ইচ্ছা সমর্পিব করপদ্মে। সেই
অস্ত্র আয়ুধ-আগারে দেখ নাই কভু।
লও এই অস্ত্রবরে; রণভূমে, কিবা
নিজ পুরে, হ'ক চিরসঙ্গী তব, তিল-
মাত্র যেন নাহি হয় সঙ্গচ্যুত।" এত
বলি দিলেন কুমার-করে গাঢ় ভক্তি-
ভাবে, ক্ষমা অস্ত্র। করুণা সরিৎ, মরি,
বহিতেছে অস্ত্র ঘেরি কুলুকুলু নাদে।
বারিকণা শান্ত সুশীতল, মুকুতার
বিন্দু সম শোভিছে সুন্দর, অস্ত্রদেহে।—
গ্রহিয়া আয়ুধবরে, কৃতজ্ঞতারসে
প্লাবি শূর কহিলা মধুর ভাষে। "তব
আজ্ঞা, দেব, নিয়ত মঙ্গলময় হ'বে
মোর তরে, ত্রিভুবনে। পালিব আদেশ,—
পালিব আদেশ তব, যখন যে ভাবে
থাকি, কহিনু তোমারে।" এত বলি চলি
গেলা দেবসেনাপতি, অনন্ত বিমান
ভেদি দেবের উদ্দেশে। অপরূপ কান্ত-
রূপ হেরি ভ্রান্ত-কর্ম্ম, গ্রহ উপগ্রহ,
কিবা নক্ষত্রনিচয়, রহিলা অচল,
যেন ঝুলি শূন্যদেশে। অজ্ঞাতে ছাড়িলা

পথ, নিকটিলে বলী। পুনঃ আসি স্থির
নেত্রে হেরিতে লাগিলা, যত দূর দেব-
দৃষ্টি চলে শূন্যপথে। চলিতে চলিতে
শূর, শুনিলা সুদূরে, বীণার ঝঙ্কার
যেন, বহি প্রতিধ্বনি অলোড়িত করি-
তেছে অনন্ত প্রদেশ। আসি অকস্মাৎ
পশিল সে ঘোর নাদ ভেদি মর্ম্মতলে,
"অদম্য মত্ততা দেও, প্রতিজ্ঞা দুর্জ্জয়,
কাঁপুক অসুর, হ'ক দেবের বিজয়।"
সে রবের সহ আসি আশু উতরিলা
নারদ সে বীণাপাণি; নমিলা কুমারে;
"এত দিনে" কহিলেন ঋষিশ্রেষ্ঠ; "এত
দিনে সফল জনম মোর; ভাগ্যবৃক্ষে
সুফল ফলিল; হেরিনু তোমারে, দেব,
মহা পুণ্যবলে। নিষ্ক্রিয় উভে, প্রকৃতি
পুরুষ বিশ্বে; সংযোগে, প্রকাশ এ ভবে
ক্রিয়াশক্তি। তেঁই নমি তোমার চরণে
শক্তিধর। নারদ এ দাস-নাম, চির-
খ্যাত ভবানীকিঙ্কর; ভবেশের ভৃত্য
দাস। দেবকার্য্য তরে আইনু লইতে
তোমা ইন্দ্রের সকাশে ত্বরা। চল, দেব,
চল এই পথে। চিন্তাকুল বৈজয়ন্ত-

পতি, সুর, তোমার বিহনে, হরিছেন
এতকাল পলক প্রমাণে, গূঢ়বাসে।"

ষষ্ঠ সর্গ।

প্রভাতের তারা সহ দিনমণি যথা,
নিশা-অবসানে, চলিলা উভয়ে তবে
মনোরথগতি, যেথায় বসিয়া ইন্দ্র
সুরগণ সহ চিন্তিছেন গাঢ় চিন্তা।
অনন্ত বিদারি মুহূর্ত্তে আইলা মর্ত্ত্যে
মুনিবর সহ সেনাপতি; দেবগণ
নাদিলা উল্লাসে। বহুদিন পরে আজি,
অঙ্গারে জ্বলিল বহ্নি দিব্য তেজোময়।
আলোকিত গুহাতল; বিকট অটবী;
ধবল তুষার রাজি ইন্দ্রধনু সম,
হাসিল মহা হরষে দেবের উল্লাসে।
শতকণ্ঠধ্বনি যেন, দেবকণ্ঠজাত,
ধ্বনিল একত্র নাদি, "এস আশাতরু,
দেবের চির-ভরসা, এস ত্বরা করি।
তব আগমন, শূর, প্রতীক্ষা করিয়া
রহিয়াছি এতদিন। বিলম্ব না সহে
আর; নাশ আশু অসুর অধমে তুমি,
ফিরি দেও দেবের দেবত্ব ত্বরা, চির-
বাস দেবলোক সহ। তুমিও আইস

ঋষি, এ নিশাগগনে প্রাতঃসূর্য্য।” এই
রূপে সম্ভাষণে, শিষ্ট সু আলাপে, চলি
গেল সেই দিন। কত আশা, কত শঙ্কা,
কতই মত্তত্তা, মথিতে লাগিল ক্রমে
দেবের হৃদয়। মন্ত্রণা, কল্পনা কত
হইল ক্রমশঃ। অবশেষে বসি সবে
মিলি একদিন, অযুত শৃঙ্গের পরে,
(নক্ষত্র যেমন ভূপতিত, দীপ্তিমান
কভু, কভু ম্লান) মন্ত্রণা করিলা ঘোর।
কহিলা কুমার কার্ত্তিকেয়, দৃঢ় ভাষা
কিন্তু পূর্ণ সুধারসে ; “তোমার প্রসাদে
শচীপতি, লভিয়াছি অস্ত্রশিক্ষা দেব-
শিল্পী হ’তে। নির্ম্মাণকৌশল শিখিয়াছি
যথাবিধি। অদ্রিবর আর্দ্র দেবদুঃখে,
আপন গুহা গহ্বর দিয়াছেন ছাড়ি
শিল্পাগার তরে। আদেশ, আয়ুধরাজি
হউক নির্ম্মাণ ত্বরা করি, দেখাইব
সে কৌশল আমি। পাইয়াছি সুসন্ধান,
শূর পুর নবদ্বার রক্ষিতেছে নব
নব রথী ; প্রাচীর উপরে যোধ ভ্রমে
শত শত নিশিদিন। অস্ত্রের ঝঙ্কার,
সেনাচালনের ধ্বনি, উঠিতেছে কত

বার। সমর-উদ্যোগ করিতেছে ভীরু-
গণ, নাহিক সংশয়। কিন্তু নাহি দিব
অবসর, আক্রমিতে দেবে এই পুরে।
শচীপতি, অগ্রসূচী হ'য়ে আক্রমিব
বরঞ্চ দানবে। দেবগণ দশা হেরি
শঙ্কা না করিও। এই ভাবে ফেরুপালে
খেদাব নিমেষে, তুলা যথা উড়ে বায়ু-
বেগে।" সহস্র জকলল্লালে, উঠে যবে,
অর্ণব প্রদেশে, সেই মত দেবগণ
গভীর গর্জ্জনে হুঙ্কারিলা; "এই ভাবে
ফেরুপালে খেদাও নিমেষে, তুলা যথা
উড়ে বায়ুভরে।" শচীপতি রহিলেন
মৌনভাবে; কুঞ্চিত ললাট, সহস্রাক্ষ
নির্লক্ষ্য-পতিত। হেরিয়া মেঘবাহনে,
কহিলা কুমার; "মেঘ সম তেজোহীন
কেন হেরি তোমা, শূরশ্রেষ্ঠ? স্পষ্ট করি
কহ মোরে, কি বিতণ্ডা উদিছে অন্তরে?
বরিয়াছ সবে মোরে সেনাপতি-পদে
কৃপা করি; আমার মন্ত্রণা তবে কেন
অবহেল আখণ্ডল? খণ্ডিয়াছে ভোগ
তব, কহিনু তোমারে সত্য। বায়ুপতি
গর্জ্জিছেন ভীমদর্পে, শুন শূরপতি;

বরুণ দেব, হেলাইয়া পাশ, ভীষণ
তরঙ্গোচ্ছ্বাসে, ঐ হের আঘাতেন মহা-
তেজে অনন্তের সীমা। দেব তেজোময়
বিকট জ্বলনে জ্বলিছেন শৃঙ্গ 'পরে,
নিক্ষেপি স্ফুলিঙ্গ লক্ষ লক্ষ চারি দিকে।
আপনি কুলিশ তব, ভয়াল গর্জ্জনে
ঝলসেন মুহুর্মুহুঃ। এ হেন সময়ে
বিলম্ব না কর, সুধি, নাহি কর বৃথা
কালক্ষয়। আমার হৃদয়ে শূরপতি,—
কি জানি কেমন,—উৎকট মত্ততা যেন,
যেন তীব্র আলোড়ন, উঠিয়াছে এবে।
রিপুর সমরসজ্জা শুনি অকস্মাৎ
এ অদম্য ভাব মনে হ'য়েছে উদয় ;
না পারি বুঝিতে কিছু। জানি আমি, দেব,
সমরের আয়োজন আজো অমরের
হয় নাই অণুমাত্র। অস্ত্রহীন, দীক্ষা-
হীন সবে, রয়েছে পড়িয়া বহুদিন,
অনভ্যস্ত রণে। কিন্তু হৃদয়ের স্তরে
স্তরে যে আবেগ আজি, উঠেছে উথলি,
না পারি সহিতে আর। চিত্তবলে মত্ত
জীব সদা ভবজয়ী, নহে ভুজবলে
কদাচন। পুরন্দর, দেহ আজ্ঞা, দেব-

অস্ত্র হউক নির্ম্মাণ, মুহূর্ত্তেকে। রণ-
সাজে সাজুক সে দেবকুল বিলম্ব না
করি। দেখিব কেমনে বালুকা বন্ধন
বাঁধে বারিধির বেগে।” শিলা যথা তপ্ত
রবি-করে, তাপিলা তারক-রিপু সেনা-
পতি-ভাষে। সহস্রাক্ষ উঠিল জ্বলিয়া ;
আকর্ষিতে মহাবজ্র প্রসারিলা বাহু
বজ্রী। কহিলা গম্ভীর স্বরে ইন্দ্র সুর-
পতি। “যাও অস্ত্রাগারে ত্বরা, দেবগণ
যত, মুহূর্ত্ত না কর ব্যাজ। গড়ি লও
অনায়াসে দুর্দ্দম আয়ুধ স্ব স্ব। ভগ্ন
ক্ষুণ্ণ, তেজোহীন, নারাচ, পরশু, শূল,
চর্ম্ম, বর্ম্ম, অসি,—বিবিধ রণ-আয়ুধে
কর উপযোগী। অদ্রিপতি আর্দ্রি খেদে
অশেষ উপকরণ দিয়াছেন আনি ;
গড়ি লও মুহূর্ত্তেকে। বনস্পতি, বন-
চর, শূন্যচর, জীবরাজ্য দিয়াছেন
ছাড়ি, দয়া করি। সামরিক পশুশ্রেণী—
(হায়, উচ্চৈঃশ্রবা হয়েশ্বর, ঐরাবত
গজপতি মম, অসুর-আসন এবে,
অসুরাজ্ঞাবহ)—অনন্ত অরণ্য হ'তে
আহ্বান রণকুশল জীবকুল যত

ত্বরা করি,—গজ, অশ্ব, মহিষ, গণ্ডার,
শ্বাপদ প্রচণ্ড বলী। লও শিখিবরে
শিখিধ্বজ-সু-আসন; শ্যেনরাজ শূন্য-
চর, কপোত চঞ্চল সুসন্ধানী। সাজ
বীরসাজে, মার্ত্তণ্ড; সাজ প্রভঞ্জন;
সাজ দিক্‌পাল সবে; গ্রহ উপগ্রহ-
কুল সাজ সে নিমেষে। চন্দ্র সুধাকর,
বরুণ প্রলয়কারী, সাজ ত্বরা করি।
ত্রয়স্ত্রিংশ কোটী দেব, উগ্র রণভূমে,
শূলীর পতাকা তুলি, স্ব স্ব রণবেশে
সাজ, সেনাপতিবাক্যে অবধান করি।
স্মরিয়া উমারে, উমাসুতে করি সেনা-
পতি, ভাসিমু আজি হে, সবে সমরের
স্রোতে। থাকিতে একটী দৈত্য নিত্য-দেব-
পুরে, না লভ বিরাম কভু; নাহি গ্রহ
সুধা। স্মর জন্মপুরে এবে, সুখধাম।
থাকে যদি ধর্ম্ম তবে অবশ্য জিনিব।
মহেশের ছায়া বিনা অসুর দুর্ম্মতি
পারে কি তিলেক কভু আঁধারিতে দেবে?"
চলি গেলা দেবকুল যে যার ব্যাপারে।
বিশাল ধূম উঠিল গগনে, আঁধারি
নভোমণ্ডল; তীব্র গন্ধবহ, মিশি সে

ধূমের সহ, দিগন্ত জুড়িল। ঝনন্
ঝঙ্কারে ঝঙ্কারিল মর্ত্ত্যলোক। বিকট
আঘাতে বধিরিল ব্যোমকর্ণ। ঝলসি
দিক, বাহিরিল জ্বালা বিশ্বনাশী। গজ,
অশ্ব, শিখিবর সহ, মহিষ গণ্ডার
ধ্বনি মিশিয়া নাদিল; পদাঘাতে মুহু-
র্মুহুঃ কাঁপিলা মেদিনী; বারিরাশি ক্ষুব্ধ,
বেলাভূমি আতঙ্কে ধরিলা চাপি দৃঢ়
আলিঙ্গনে। বিস্তীর্ণ অনন্ত যুড়ি, ভীম
প্রহরণরাজি, পীড়িল অনন্ত দেহ,
বিঁধিল কেহ বা অনন্তের ঊর্দ্ধ সীমা।
দৈত্যপুরে দৈত্যকুল চাহি অধোদেশে
হেরিলা বিকট জ্যোতি উঠিছে আকাশে
বিশাল; শত সূর্য্য যেন, সহসা উদি
জ্বলিতেছে মর্ত্ত্যভূমে। ধূমপুঞ্জসম
ভাতিছে আয়ুধপুঞ্জ স্থানে স্থানে স্থানে।
বিবিধ নিনাদ মিশ্র, বিকট ভৈরব
রব উঠিছে গগনে। নিঃশঙ্কে হেরিলা,
নিঃশঙ্কে শুনিলা, দৈত্য। অবহেলে সেনা-
পতি নিঃশঙ্ক অসুরে ডাকি কহিলেন
ভাষা, অর্থপূর্ণ। "করিছে সমরসজ্জা
অমরের দল আজি, বুঝিনু নিশ্চয়।

যাও অবহেলে ত্বরা করি, সুসন্ধান
আন অচিরাৎ; নির্ভয়ে চলিয়া যাও
দেবকুল যথা। সুধেন যদি বাসব-
প্রমুখ দেবকুল, এ পুর-বারতা, হে
নিঃশঙ্ক, নিঃশঙ্কে কহিও সবে, 'সতত
প্রস্তুত সমরে অমর-রিপু;' কহিও
তাঁরে সুধেন যে কিছু নির্ভয়ে।" সম্ভ্রমে
বন্দি সেনাপতিবরে, চলি গেলা দৈত্য-
বর বিমান প্রদেশে মুহূর্ত্তেকে। কত
ক্ষণে আসি উতরিলা, যেথায় অমর-
বৃন্দ করিছেন রণক্রীড়া, মহোল্লাসে
প্রমত্ত কৌতুকছলে; অঙ্গারপিণ্ড
খসি পড়ে যথা, কভু কভু ধরাতলে
গগন হইতে। দেবব্যূহ ছাড়ি, দূর—
সুদূর উত্তর দ্বারে উপজিলা দৈত্য-
চর; আপনি কৃতান্ত যথা, থানা দিয়া
জাগিছেন অনুচর সহ, দণ্ডধর।
হানিয়া কটাক্ষ, লক্ষি ক্ষণকাল দৈত্য,
কহিলা শমন ভীম রবে। "কোন হেতু,
কহ তা প্রকাশি, কহ, কোন হেতু, মূঢ়,
আগত শমনগ্রাসে এই নিশাকালে।
কেবা পাঠাইল তোরে? জাগে এই দ্বারে,

যম, নির্ম্মম সতত বিদিত জগতে।
লঘু গুরু ভেদ নাই যমের সমীপে।
কি সাহসে আইলি এ পুরে, অযাচিত।
কাল পূর্ণ হইয়াছে বুঝি; নাহি বুঝি
কেহ ত্রিজগতে আপনা বলিতে তোর?
পতঙ্গ যেমতি দীপানলে, আইলি কি
আত্মঘাতী হতে? কহ শীঘ্র পরিচয়,
নতুবা নিমিষে চূর্ণ হইবে দুর্ম্মতি
মুণ্ড তোর দণ্ডাঘাতে।" সভয়ে দানব
উত্তরিলা দানবের কৌশল বিস্তারি;—
"একাকী পাইলে বুঝি বীরত্ব তোমার;
শুনেছিনু যুঝ একা সনে; আজি কিন্তু
হে কৃতান্ত, দেখিনু তা' চখে। মহাবলী
তুমি; বীরের উচিত কি হে, আঘাতিতে
দূতে। সত্য যা কহিব, দৈত্যচর আমি;
আইনু বারতা লয়ে দেবেন্দ্র সদনে,
আহ্বানিতে ইন্দ্রলোকে দেবগণ সহ।
কেন বৃথা রণসজ্জা? বিনা রণে যাও
নিজ পুরে। অনুতপ্ত দৈত্যপতি।" শুনি
দূতমুখে প্রেতপতি এ হেন বারতা,
ভাবিতে লাগিলা শূর, চিন্তি ক্ষণকাল;
"অসম্ভব,—উর্দ্ধপদ হ'য়ে যুগান্তর

ব্যাপি, জপিলা তারকাসুর যে ফলের
তরে, সেই ফল লভি, অনায়াসে তারে
তেয়াগিবে লোষ্ট্রবৎ? কভু না সম্ভবে।
কুহকী দানবকুল বিদিত জগতে।
কি কুহক ইন্দ্রজাল করিয়াছে আজি
ইন্দ্র সনে, কে পারে বুঝিতে? সুধাইব
সুধী শিখিধ্বজে; করিবেন অভিরুচি
যাহা।" এত ভাবি চিন্তিলা কৃতান্ত তবে
কুমার কার্ত্তিকে। নিমেষে আসিলা বলী
উত্তর তোরণে। "কি বিপদে স্মর, স্মৃতি-
হর, মোরে। জন্মান্তর-অভিলাষী আজি
এই পুরে কেবা কহ; কহ তা প্রকাশি।
ছিঁড়িয়াছে কর্ম্মসূত্র কেবা?" কহিলেন
সেনাপতি। অঙ্গুলিনির্দ্দেশে দণ্ডধর
দেখাইলা দৈত্যচরে। প্রণমি সম্ভ্রমে
কহিল সে অভ্যাগত; "দৈত্যচর আমি,
আইনু বারতা ল'য়ে দেবের সদনে,
আহ্বানিতে ইন্দ্রলোকে দেবগণে সবে।
কেন বৃথা রণসজ্জা? বিনা রণে যাও
নিজপুরে; অনুতপ্ত দৈত্যপতি শূর-
শ্রেষ্ঠ তারক অসুর এবে।" কহিলেন
কার্ত্তিকেয়। "দূত তুমি, অস্পৃশ্য জগতে।

কহগে প্রভুরে তব, স্বর্গ ভিক্ষা দেব-
বর্গ নাহি মাগে কভু তাঁর করে। নীচ,—
নীচ এ বারতা, তুমি, কভু নাহি মুখে
আনিবে যেমন আর। থাকে যদি ভুজে
ভুজবল, কিম্বা তেজ, অজেয় অনলে,—
সমরে অমরবৃন্দ উদ্ধারিবে পুনঃ
জন্মপুরী; নাহি সাধ্য, রোধিবে তাহারে
কোন জন। ব'ল তাঁরে এ প্রতিজ্ঞা মম।
এই কি সে বীরপণা, শুনিয়া শ্রবণে
উল্লাসে মাতিল হৃদি সমর-উল্লাসে,
দেখিতে কি বীর্য্য ভুজে ধরেন অসুর,
দেখাতে দেবের তেজ। হা ধিক্ দূত, এ
কলঙ্ক রাখিতে না জানি। সমর বিনা
পরাভব, কোন মুখে মানিলা সে প্রভু
তব? ততোধিক কলঙ্ক অমরে, নাহি
শাস্তি সমুচিত, নাহি বাহুবলে যদি
উদ্ধারি অমরা, আহ্বানে দৈত্যের, সবে
যায় কুতূহলে স্বর্গপুরে, সারমেয়
যথা মুষ্টিমেয় অন্ন হেরি; অথবা সে
ভিক্ষুক যেমতি, ভিক্ষালব্ধ অন্ন লাগি
ধায় দ্বারে দ্বারে। বরঞ্চ অমরাপুরী
নাহি লভি কভু, নাহি হেরি এ জীবনে,

যাপিবে অনন্ত নিশি দেব মর্ত্ত্যলোকে,
চিরদিন; সেও তবু শ্রেয়ঃকল্প দেবে;
কহিও তাঁহারে সত্য।" কহিতে কহিতে
ভাষা, নীরবিলা বলী অকস্মাৎ, ছিন্ন-
তার সম। হাসিয়া কহিলা বলী, বুঝি
মনে মনে দূতের আগমবার্ত্তা। "তবে
যদি কৈতব বচন লয়ে আগমন
তব এই লোকে, সন্ধানিতে রণ-সজ্জা,
আয়োজন দেবে; কহ সে প্রকাশি ভাষা।
কি ফল সে কপটতা। যাও চলি, যথা
ইচ্ছা; শিবিরে শিবিরে ভ্রম অনায়াসে
নিশ্চিন্তে; কিম্বা যাও অস্ত্রাগারে, আয়ুধ-
নিচয়, হেরি যাও যতেক বাসনা। এ
আদেশ অকপটে মম।" এতেক কহি
সম্বোধিয়া দণ্ডধরে কহিলেন বলী;
"দেখাও হে শূরশ্রেষ্ঠ, দেখাও দৈত্যেরে,
ইচ্ছা দেখিবারে যাহা; যাও তার সনে
নিরস্ত্র, যথায় বাসনা তার। হেরিলে
দূত, বিদাও তাহারে মিষ্ট ভাষে।" এত
কহি চলি গেলা সেনাপতি মুহূর্ত্তেক
মাঝে, প্রতীক্ষা করেন যথা সহস্রাক্ষ
বলী, কাঞ্চনমণ্ডিত কাঞ্চনশৃঙ্গের

শৃঙ্গোপরে। হেথা দৈত্যচর, ভাবি ক্ষণ-
কাল মৌনভাবে, তেয়াগিলা নিজ কল্প।
অদৃশ্য হইলা মুহূর্ত্তেকে, ব্যর্থমনো-
রথ। হায় রে, শঠতা সদা, সরলতা-
বলে, এই ভাবে হয় পরাভব, বুঝে
সে যদ্যপি জীবকুল। কত দিনে, হায়,
শিখিবে এ শিক্ষা নর, শিখিবে কি কভু?
নরকুল, সৃষ্টির সে শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার,
শিখিলে এ মহাশিক্ষা, তিলার্দ্ধের মাঝে
ধরাতলে স্বর্গপুরী পারে সৃজিবারে
অনায়াসে। হউক এ আশা ফলবতী;—
এই আশীর্ব্বাদ কবি করে শুভক্ষণে।

সপ্তম সর্গ।

অমরার প্রান্তভাগে বিস্তীর্ণ প্রান্তরে
দেব-দৈত্য-রণভূমি। চৌদিকে পতিত
ভীষণ বিকটবপুঃ দৈত্য শত শত,
গতজীব। হস্ত, পদ, ঊরু, শির; নাড়ী
ভুঁড়ি, চর্ম্ম, বর্ম্ম, অসি; রাশি রাশি রণা-
র্ণবে রয়েছে পড়িয়া স্তূপাকার; ঊর্ম্মি-
কুল সম অচঞ্চল। মহিষ, গণ্ডার,
অশ্ব, গজ, রথ কত, নিপতিত খণ্ড
খণ্ড ভয়ালদর্শন। মৃতপ্রায়, মৃতে,
দৃঢ় আকর্ষণে ধরি রহিয়াছে পড়ি
অগণিত। দেবকুল, দৈত্যকুল সহ
শায়িত মহাশয়নে স্থানে স্থানে স্থানে,
নির্ব্বিবাদ যেন এবে। দেব-দৈত্য-লোহ
বহিতেছে, সাগরতরঙ্গ সম; রণ-
ভূমি 'পরে। সপ্ত দিবানিশি যুঝি, রণ-
শ্রান্তি হরিবার তরে, বিরত উভয়
সেনা, ক্ষণ লভিয়াছে বিরাম। নীরব
এবে মহা-কোলাহল-পূর্ণ-রণ-অম্বু-
নিধি। কিন্তু এ সময়ে, কাহার সুদীর্ঘ

বপুঃ, কবন্ধ যেমতি, ভ্রমিতেছে, ইত-
স্ততঃ? প্রতি মৃতদেহে বিঁধিছে সুতীক্ষ্ণ
দৃষ্টি; উলটি, পালটি দেখিতেছে শব-
রাশি? বিকটাক্ষ শূর, (বলে শালবৃক্ষ
সম!) নেহারি যোজনব্যাপী সুবিশাল
দৈত্যবপুঃ, ভাবিতে লাগিলা মৌনে; "ধিক্
শত ধিক্ দেবে, দ্বন্দ্ব কার সনে? দৈত্য
অগণিত, কি তাপ করিলা কহ? জায়া,
পুত্র তার, কোন দোষে দোষী? কিছু আমি
না পারি গণিতে। সমরগৌরব, কোন্
কথা? কিবা এল তাহে? দিবে কি জীবন
ফিরি ঐ অভাগারে? ব্যাঘ্রচর্ম্মে কুক্কুর
যেমতি, সাজিলা অভাগা দৈত্যেশ-রণ-
ভূষণে সপ্ত দিবানিশি; কি ফল, কহ,
কি ফল ফলিল? ভুলিল কি দেবকুল
সে নীচ ছলনে? বাহ্য আবরণে কভু
রক্ষে কি কপটে? কিন্তু কোথা দৈত্যপতি?
অচিরে যাইব সেথা, ভেটিব দৈত্যেশে।
দেবকুল অসন্দিগ্ধ এবে; ভীম পরা-
ক্রমে আক্রমিলে সুসময়ে, খণ্ড খণ্ড
হয়ে উড়ে যাবে অসহায়, তুলা যথা
উড়ে বায়ুবেগে চৌদিকে।" এতেক ভাবি

বিকটাক্ষ বলী (বলে শালবৃক্ষ সম !)
চলিলেন মহাবেগে সমরপ্রাঙ্গনে ;
লম্ফে লম্ফে দেবদেহে বাছিয়া বাছিয়া
পদ ক্ষেপি। কতক্ষণে দেখিলা শিহরি
সুপটমণ্ডপ, নভোমণ্ডল যেমতি
মেঘাবৃত ; দ্বারে তার দাঁড়ায়ে তারকা-
সুর, মহারণবেশে ; ঘর্ম্মবিন্দু ভালে
মুছেন স্বহস্তে বলী। সম্মুখে ঝুলিছে
বিশাল আলেখ্য এক ; চক্রের কৌশলে
ঘুরাইছে বহাবলী সে আলেখ্য ’পরে,
শ্বেত কৃষ্ণ মূর্ত্তি কত বর্ত্তুল-আকারে ;
দেব দৈত্য যোধ যেন ঘোর রণভূমে।
বিপুল সেনার ক্ষয়, স্বগণবিনাশ,—
অমরার শোকোচ্ছ্বাস, অবিশ্রান্ত রণ,—
বিস্মৃত অসুরপতি ; তন্ময় হইয়া
চিন্তিছেন মহাবলী কি ভাবে কোথায়
আক্রমিবে কোন্ ব্যূহ, ভেদিবে কেমনে।
সহসা নিকটে লক্ষি বিকটাক্ষ শূরে,
সুধিলেন রণবার্ত্তা। “গতজীব কত
দৈত্যসেনা ? মুমূর্ষু কত বা ? আঘাতিত
কত ? দেবগণে কি দশা এক্ষণে ? হত
কত দেবকুল ; কার্ত্তিকেয় কোথা ?” শুনি

দৈত্যপতি-বাণী, দৈত্য আরম্ভিলা। "হায়,
নাথ! নিপতিত দৈত্য শত শত রণ-
ভূমে; কিন্তু নহে বলক্ষয় তবু দেব-
সম। লণ্ড ভণ্ড দেব-সেনা। শিখিধ্বজ
কোথা লুক্কায়িত, নাহি জানে ভেদ কেহ।
সহস্র শতেক, সংখ্যাতীত দেবসেনা
গতজীব রণে; লক্ষ লক্ষ প্রহরণ
হৃত দৈত্যবলে; অথবা চূর্ণিত রণে
রয়েছে পড়িয়া, নিষ্ফল। দেবগণ সবে
অসন্দিগ্ধ, অসতর্ক এবে। এখনই
আক্রম বলী ভীম পরাক্রমে। নিমেষে
নির্দ্দেব স্বর্গ হইবে এখনি; সন্দেহ
না কর সুধি। তব ভুজবল, কাহার
সে সাধ্য হেন রোধিবে জগতে, সুরারি।
লও মম বাক্য অচিরাৎ। কার্য্যসিদ্ধি
বিজ্ঞজনে সদা, এ সার কথা কহিনু
তোমারে।" শুনিতে শুনিতে বলী উন্মীলি
লোচন, চাহিলেন শূন্যপথে। চমকি
ত্রাসিলা দৈত্য; শত সূর্য্য যেন একত্র
গগনে উদি বাঁধিলা জগতে। গভীর
গর্জ্জনে, আলোড়িয়া দিগন্তের সুদূর
পরিধি, বারিধিহুঙ্কার সম কহিলা

তারকাসুর। "বিকটাক্ষ, জানি সে তোমা,
জানি চিরদিন, দৈত্যের মঙ্গলে মন
প্রাণ উৎসর্গ তোমার; আমার চির-
শুভেচ্ছু, তেঁই তোমা কিছু না কহিব। তা'
না হ'লে, এ শান্তিসময়ে, যে নীচ ভাষা
ভাষিল রসনা তব এই শ্রুতিমূলে,—
দণ্ডিতাম সমুচিত। চিত্ত-সুখে বস
চিরদিন তুমি; বিতর রহস্যালাপ
তাপদগ্ধ প্রাণে। রণনীতি শিখ নাই
কভু। দৈত্যের শুভবাসনা, অকপট
মঙ্গলকামনা,—রক্ষিল জীবন তব
আজি এইকালে। যাও চলি প্রাণ ল'য়ে;—
অসত্যের সহ জড়িত নীচতা ভবে;
যাও দেবপুরে।" চলি গেলা বিকটাক্ষ
বলী, হৃষ্ট শুধু হেরিয়া দৈত্যেশে, পূর্ণ-
কায়। বিদায়ি তাহারে বসিলেন দৈত্য-
পতি, সে পটমণ্ডপে অতর্কিতে।

কিন্তু
ভাগ্যক্ষেত্রে বিষবৃক্ষ ফলিল দৈত্যের
এতদিনে। কুচিন্তা গরল বারেক সে
পশিলে অন্তরে, শিরায় শিরায় বহি
মুহূর্ত্ত মাঝারে জর্জ্জরিত করে জীবে

এই ভূমণ্ডলে। করে না কি দেবলোকে,
অতল পাতালে? হেন স্থান ত্রিভুবন
মাঝে আছে কি তিলার্দ্ধ ব্যাপি? কোন্—কোন্
জীব মুক্ত সে পীড়নে? দেব-দৈত্য-নর-
কুলে ধন্য সে মহাপুরুষ, মহৌষধি
সম, সংযম মহা ঔষধে নাশে সেই
বিষে অনায়াসে যিনি। হেন ভাগ্য হয়
কয় জনে? বিকটাক্ষ আসি, যে কলুষ-
চিন্তাস্রোত দিলা প্রবাহিয়া পাপী, ডুবি
গেল তাহে অসুরবংশের যশঃ কীর্ত্তি-
ভাতি যত; ডুবিল, হায়, অনন্তকাল-
গহ্বরে চিরদিন তরে।

বসি সে পট-
মণ্ডপে দৈত্যপতি এবে। অনন্ত পটে
ছুটিছে লোচনশিখা; রবিকর যথা,
গগন বিদারি ধায় ধরাতলে, তেজো-
ময়। কতক্ষণ পরে গভীর নিশ্বাস
ছাড়ি, আপনা ভুলিয়া, ভুলি কাল, ভুলি
স্থল, কহিতে লাগিলা যেন আপনার
সনে দৈত্যনাথ। "দেবের ভুজে আজিও
তেমন বীর্য্য হয়নি, হবে না। অমর
দম্ভের স্থল নহে দৈত্যসেনা। কুহেলি

কভু আবরিতে পারে অংশুমালী? কিম্বা
ভস্ম বৈশ্বানরে?" এতেক চিন্তি, এতেক
ভাবি মুছিলেন ঘর্ম্মবিন্দু, মহাশূরে-
শ্বর স্থললাটে; হায় বিধিবশে আজি
কু-ললাট। মৌন হয়ে রহিলেন পুনঃ।
পুনঃ চিন্তা দহিল অন্তরে। ভাবিলেন
বলী। "অনুচর ক্রমে ক্ষয়; জীবিত যে
সব, ভগ্ন, ক্ষুব্ধ, হতপ্রায়। নারীকুল,
শিশুকুল, গভীর রোদনে, পূরিয়াছে
এই পুরী। স্বর্গের বায়স নিশাভাগে
পূরে দেশ ঘোর কোলাহলে। সারমেয়
শৃগাল গৃধিনী ডাকিতেছে দিবাভাগে।
চমকি চমকি স্পন্দিছে লোচন বাম।
একি কু-লক্ষণ? তুমি জান ইচ্ছা তব,
হে ধূর্জ্জটি; চিরভক্ত এ দাস তোমার।"
বলি নিশ্বাসিলা বলী। সে বায়ুহিল্লোলে
কাঁপিল গগনে গ্রহ উপগ্রহ কত,
সে উত্তাপে তাপিল কত বা। নীরবিলা
দেবজয়ী; ভীতি-জিত এবে। অনির্দ্দিষ্ট,
অজ্ঞাত আতঙ্ক যেন ছাইছে হৃদয়ে;
তেজোহীন করিছে ক্রমশঃ। ঊর্দ্ধকর্ণ
হ'য়ে রহিলেন ক্ষণকাল। কিবা যেন

শুনিছে অন্তরে! কোন শব্দ, কোন ভাষা
পশিছে শ্রবণে আজি? দেখিতে দেখিতে
নীলিমা পড়িল গাঢ় নেত্রপ্রান্তে কেন?
না বহে নিশ্বাস; স্তব্ধ, মন্ত্রমুগ্ধ যেন।
দৃঢ়-মুষ্টি-বদ্ধ করদ্বয়। অকস্মাৎ
দৈত্যপতি উঠিলা আসন ত্যজি। চাহি
শূন্যে নিশ্চল লোচনে, বাহু প্রসারিয়া
আরম্ভিলা ক্ষিপ্ত সম। "কোথা, কোথা যাও
চলি, হা দেব, হে শঙ্করের,—হে শম্ভুর
চির-অনুচর; কি হেতু বা আগমন
হেথা? কোন হেতু মুহূর্ত্তের মাঝে চলি
যাও ত্যজি এ অধমে। চাও ফিরে; ফিরে
এস অন্তরে আমার। কহ কথা পুনঃ।
এই কি বারতা তুমি এনেছিলে, কহ,
এই কি বারতা, এনেছিলে শুনাইতে?
নিতান্ত যাইবে যদি (কৈ কোথা তুমি;
না হেরে লোচন আর, যত দূর ধায়
দৃষ্টি না পাই হেরিতে)—নিতান্ত যাইবে
যদি ত্যজি এ দাসেরে,—যাও চলি যথা
ইচ্ছা তব। নাহি ডরি, নাহি দমে হিয়া;
তব বাক্য, তব ভাষা ফিরি লও তুমি।
আপনি তারকাসুর খেদাইবে দেবে,

অসংখ্য অযুত দেবে ; বিদাইবে সবে
অনন্তের অন্তভাগে। অমরে মরণ-
হীন করিল বিধাতা ; নতুবা দেখিতে,
দেব মৃতদেহে ছাইতাম রণক্ষেত্র।
কি ভয় দেখাও তুমি ; 'শঙ্কর বিমুখ' ?
কভু না সম্ভবে বার্ত্তা।" এত বলি মহা-
যোগী, মুদিত লোচনে, চিন্তিলেন যোগী-
শ্বরে। নারিলা হেরিতে, হৃদয়-দর্পণে
মূর্ত্তি, হায়, এতদিনে। অমনি বুঝিলা
ভক্ত, কহিলা উচ্চারি ; "হায় বুঝিয়াছি
লীলা তব, ওহে লীলাময় মহেশ্বর।
নহে বিভীষিকা এই। সত্য যা কহিলা
নন্দী। নতুবা কি কভু নয়ন মুদিয়া
ধ্যানে হারায়েছি তোমা ? কবে দেও নাই
দেখা এ দাস হৃদয়ে ? কেন, আজি তবে
আঁধার হেরিছি এবে চিত্তপটে মোর ?"
ক্ষণ নীরবিলা ভক্ত, আরম্ভিলা পুনঃ—
"পতনের অগ্রে চিন্তা, কি চিন্তা পতনে ?
শম্ভু কি জনম হ'তে সহায় আমার ?
আমারই আহ্বানে আসিলেন আশুতোষ ;—
পুনঃ সে আবার আসিবেন সুনিশ্চিত,
নাহিক সংশয়। আপন কৃতিত্বে জীব

নিত্য ভবজয়ী। কাটি অগ্রে এ বিপদ্-
জালে। নাহি কালব্যাজ আর। সুসময়
এবে। কি ফল বাড়ায়ে দম্ভ দেব-অনু-
চরে? কিন্তু শান্তি লভিতেছে এবে দেব-
কুল।” এত ভাবি সহসা থামিলা বলী।
চিন্তিলা আবার; “অনুচর ক্রমে ক্ষয়;
জীবিত সে যারা, কি ফল কি আশা আজি
আছে রে তাদের? নীচ এ স্বার্থপরতা;—
কি হেতু দিতেছি ক্লেশ—এ দারুণ ক্লেশ
কি হেতু দিতেছি সবে, পুরবাসী জনে,—
পারি যদি সুসময়ে প্রতিবিধানিতে?
এক জীবনের তরে? সে কি চিরস্থায়ী?
কোথা অবসর; শম্ভুর রোষাগ্নিশিখা
নিবাব কেমনে? মুণ্ড কাটি তপ করি
কোটি যুগ জুড়ি, লভিনু যে ব্যোমকেশে;—
বিমুখ এ দাসে আজি? ভক্তের হৃদয়ে,
অনুদয় ভকত-বৎসল প্রভু। কিন্তু
চিরদাস আমি, বিদাইলে তিনি, কভু
কি ত্যজিব সেই চরণপঙ্কজে। পুনঃ
ধ্যান,—কিন্তু কোথা অবসর? দৃঢ় বাঁধে
বাঁধিয়াছে অরি। কাটি সে বন্ধন ত্বরা,
ত্যজি রাজ্য, পুনঃ পশি বিজন শ্মশানে

চিন্তিব অনন্তময়ে কঠোর ধেয়ানে।
সময় জীবের দাস, জীব মুক্ত সদা।
এখনই পশিব রণে; মুহূর্ত্তে নাশিব
অগণিত দেবচমূ সম্মুখসংগ্রামে।
অবসরে, ব্যর্থ মনোরথ যদি; কোন্
ফল তাহে? জীবনের কিবা পরিণতি?"
এত কহি আদেশিলা মহাতেজোময়
দৈত্যপতি, দ্রুতগতি রণসজ্জা, রণ-
বেশ করিবার তরে সেনাবৃন্দে।

সেনা-
বৃন্দ সাজিল অমনি। পতঙ্গ যেমতি
হেরি বহ্নিশিখা, পড়িলা অসুরদল
দেব সেনামাঝে মহারড়ে। অমরের
ব্যূহ মুহূর্ত্তে রচিল দৃঢ়; সমরের
সাজে, অসংখ্য অমরসেনা, মত্ত বীর-
মদে, সাজিলা নিমেষ মাঝে। দেবদৈত্যে
বিষম সংঘাত হইল যামার্দ্ধ জুড়ি।
কি হেতু এ আক্রমণ, শত্রুর কৌশল,
কিছু বুঝিবার কাল না পাইলা দেবে।—
অন্য বোধ সব স্তব্ধ; দেহ মনঃ যেন
পশিয়াছে ভুজদ্বয়ে প্রতি অমরের;
কেবল আয়ুধক্ষেপ, ঘাত প্রতিঘাত,

অস্ত্রের ঝঙ্কার, জ্বালা অস্ত্রের ঘর্ষণে,—
বধিরিল, ধাঁধিল বা শ্রবণ লোচন।
যথা ঘোর দাপে যবে ছুটে জলপতি,
বাধিলে সম্মুখে তার অচল অটল,
আঘাতি শৈলের অঙ্গে ফিরি যায় বারি,
চূর্ণ চূর্ণ নীরকণা ছড়ায়ে চৌদিকে;
অসুরের দল, দেবেরে আক্রমি, হটি
গেল ছুটাছুটি, চৌদিকে ছিটায়ে
দৈত্য-লোহ, ভগ্নদেহ, ঊরু, শির বাহু।—
লণ্ড ভণ্ড দৈত্যসেনা আখণ্ডলতেজে,
শিখিধ্বজ-বীর্য্যবলে। পবনের বায়ু-
অস্ত্র উড়াইলা হেলে দৈত্যের বিশিখ-
জাল বিশ্ববিনাশক। দণ্ডাঘাতে দণ্ড-
ধর, কত মুণ্ড ভাঙ্গি, ছাইলা গগন
তল। বারিপতি-বরুণাস্ত্রে ভাসাইলা
রণভূমি, ভাসি গেল দৈত্যসেনা
মহা কোলাহলে। বাসবের কার্ম্মুকটঙ্কারে
মূর্চ্ছিত হইলা কত দৈত্যসেনা বলী;
ইন্দ্রধনু বধিল কত বা। বজ্র, ঘোর
দাহে, দহিল অসংখ্য সেনা। সামরিক
পশুকুল;—মহিষ, গণ্ডার, অশ্ব, করী
অগণিত, দৈত্য সহ;—পড়িল ভীষণ

দাপে দৈত্যচমু মাঝে; যোজনবিস্তারী
গিরিশৃঙ্গব্রজ যথা ধরার উপরে,
মহাঘাতে। কিন্তু এ আহবে, দেবদলে
অক্ষত-শরীর সবে দেব-অনীকিনী।
হেথা বিজয়ারে লক্ষি, মায়াস্বরূপিণী
অভয়া কহিলা ত্রস্তে,—"যা'লো মর্ত্ত্যভূমে;
পিণাকী স্তম্ভন-শূল দিয়াছেন ছাড়ি,
মোর আরাধনে তুষ্ট; যা'লো লয়ে চলি।
দিও কার্ত্তিকেরে মোর। হায়, বুঝি, সখি,
পীড়িল কতই দৈত্য, বিষম-প্রহারী
শিশু-দেহে, না পারি সহিতে; তুই যা'লো
ত্বরা করি।" হায় রে, মায়ের প্রাণ, বিশ্ব
ভূমণ্ডলে গলে কত শঙ্কা গণি, বিন্দু-
মাত্র যথা নাহি শঙ্কা, নাহি ভয়, নাহি
অমঙ্গল। ছায়ারে শরীরী করে, দেহে
করে ছায়া, আপন কল্পনাবশে। অস্ত্র
ল'য়ে আইলা বিজয়া, যথা দেবসেনা-
পতি রণে অসংখ্য অসুরে মথিছেন
ভুজবলে। সম্বোধি কার্ত্তিকে কহিলেন
মাতৃসমা। "লও অস্ত্র, বলী; মায়াদেবী,
জননী তোমার, দিয়াছেন জয় আশে।
কর্ষি শূলে অদম্য প্রতাপে, ছাড়ি দিলে

তুমি, নিমেষে বিমূঢ় হ'বে বিশ্ব চরা-
চর। স্থাবর জঙ্গম, জড়, ক্ষুব্ধ স্তব্ধ
হবে। স্তম্ভন এ শূল-নাম। কিন্তু বিশ্ব-
নাশী বিষ যথা সঞ্জীবনী সুধা রূপে
রক্ষে মুমূর্ষুরে, এই মহা শূলাঘাতে
গত-জীব জীবে। জীবন, মরণ রাজে
একত্র এ শূলে, শূল-অগ্রে, নিশিদিবা
বিরাজে একত্র যথা সুমেরুর চূড়ে।"
উত্তরিলা সেনাপতি, "গ্রহিলাম মাতৃ-
দত্ত শূলে। মাতৃস্নেহ, অবশ্য রক্ষিবে
মোরে এ ঘোর আহবে। নাহিক,—নাহিক
সংশয় তাহে। কিন্তু মাতৃসমা, কহিও
ফিরি, কহিও মায়েরে, রক্ষা হেতু এই
অস্ত্রে রাখিনু নিকটে। নহে আক্রমণ
তরে। রক্ষিয়াছি ভুজবলে দেবসেনা-
দলে এতকাল, রক্ষিয়াছি এ ভীষণ
রণে। রক্ষিব এখনও হেলে অমরারি
হ'তে। কিন্তু ফিরি নাহি দিব মাতৃধনে।
স্নেহপরবশ সদা মায়ের হৃদয়,
এ জগতে। তেঁই অস্ত্রে রাখিব যতনে।
কিন্তু বিধি যেন নাহি দেন প্রয়োজন
সে অস্ত্রধারণে। এ বারতা, মাতৃসমা,

কহিও মায়েরে।” চলি গেলা বার্ত্তা লয়ে
বিজয়া অমনই।
রণক্ষেত্রে হেরিলেন
দেবসেনাপতি দূরে তারক অসুরে;
পার্শ্বে বিকটাক্ষ শূর; মুষ্টিমেয় অনু-
চর সহ, ছায়াসম অসুর-ঈশ্বরে
সদাকাল অনুবর্ত্তী। হেরিলে বিরোধি-
তেজঃপূর্ণ জলধরে, বিদ্যুৎ যেমতি
পড়ে স্কন্ধ ’পরে তার এক লম্ফে মাতি,
ধাইলা কুমার হেরি দৈত্যেশ জলদে।
কহিলা গম্ভীর স্বরে। “ধন্য বলি মানি
তোমা, বীরকুলর্ষভ; বাখানি তোমার
বীরপণা। হেরি নাই চক্ষে তোমা কভু;
কিন্তু আহ্লাদে প্লাবিল হৃদি হেরিয়া সে
রণোন্মাদ তব। তব সহ নাহি দ্বন্দ্ব;
দ্বন্দ্ব সে স্বভাবে। দেব-বৈরী তুমি; তেঁই
তোমা, অনুচর সহ, শাস্তিব আহবে
আজি, নাহিক উদ্ধার। স্মর ইষ্টনাম
তব। পাপের যে পরিণাম, শুন দৈত্য-
পতি, অবশ্য ফলিবে, বল কে রক্ষিবে
তোমা? লও অস্ত্র, বিলম্ব না সহে।” এত
কহি সেনাপতি, শিঞ্জিনী-টঙ্কারে বলী—

ঝঙ্কারিলা নভঃস্থল ; জাগিলা দানব।
হেরিয়া কুমারে শূর কহিলা গর্জ্জিয়া ;—
"তুমিই কি দেবসেনাপতি ? কোথা, ইন্দ্র,
বাসব কোথায় ? তব শিশুদেহে, আহা,
নাহি চাহে হিয়া মোর অস্ত্র নিক্ষেপিতে।
প্রের শচীপতি হেথা ; জানে সে কিঞ্চিৎ
রণ-ক্রীড়া। যাও চলি ত্বরা, পাঠাও গে
তারে।" রুষিলা কুমার কার্ত্তিকেয়, শুনি
বাক্য ঘৃণার আবেগে। "ভদ্রসম ভাবি
তোমা, দৈত্যপতি, আমি পূজিনু গৌরব
করি। দৈত্যবংশোদ্ভব তুমি ; শিষ্টাচার
শিখ নাই কভু। নাহি দোষি তোমা, তেঁই ;
কণ্টকীর শাখে ফুটে পারিজাত কভু ?
আর না করিব ব্যাজ।" এত কহি, সুর-
সেনাপতি বিশ্বনাশী বেগে ধাইলেন
দৈত্যে লক্ষি অনশ্বর পথে ; ত্যজি রথ,
ধাইলেন বলী। পবন-স্তম্ভন-রণ-
কৌশলে অসুর, নিবারিলা সুর গতি ;
ক্ষণ শূন্যে ঝুলিতে লাগিলা বীর গতি-
হীন এবে ; যেমতি বাষ্পীয় পোত, বাষ্প-
পূর্ণ বেগে, স্রোতঃ-প্রতিকূল পথে, গতি-
হীন কভু। মুহূর্ত্তে ছুটিলা পুনঃ। মহা-

বেগে, প্রহারিলা দৈত্যদেহে মহাশূল,
গড়িলা স্বহস্তে যাহা নাশিতে দৈত্যেশে।
বিঁধিল দৈত্যের বক্ষ; প্রস্রবণবেগে
ধাইল অজস্র স্রোত। চক্র প্রহরণে
করিলা ক্ষত বিক্ষত কুমার কার্ত্তিকে
দেবরিপু। চক্রাঘাতে দূরে গেলা বলী;
ঘূর্ণবারি যথা আকর্ষি তরণী বেগে,
দূরে ফেলে তারে কভু কভু, মহাবেগে।
অমনি আবার করি প্রদক্ষিণ শূরে
চক্রাকার গতি, হানিলা সহস্র বহ্নি-
সম-জ্বালাময় শিখাজাল। অস্ত্রতেজে
ভস্মময় হৈল গ্রহ, নক্ষত্র, তারকা,
ভস্মময় হৈল দৈত্য-অনুচর যত,
বিকটাক্ষ বিনা। মুহূর্ত্তে অসুরদেহে
শিলাবৃষ্টি সম, বরষিলা রাশি রাশি
শুচিমুখ, তোমর, ভোমর, শূল, অস্ত্র
ভীমনাদী। সে অস্ত্রতাড়নে গতজীব,
মূর্চ্ছিত হইলা দৈত্য না পারি সহিতে;
পড়িলা অমনি রণক্ষেত্রে; শত ক্রোশ
ব্যাপি, মহীরুহ পড়ে যথা, প্রভঞ্জন
বলে উপাড়িলে দৃঢ় মূল। দেবগণ
যত দাঁড়ায়ে স্তম্ভিত দূরে, হেরিছেন

ঘোর রণ দৈত্যেশে কুমারে ; মহাহর্ষে
নাদিলা উল্লাসে, সহসা যেন বা জাগি।
কাঁপিল বিশ্বের সীমা থর থর থরে,
দৈত্যের পতন-ঘাতে। বিকটাক্ষ ক্ষণ
পরে চেতন লভিয়া, অগ্রসরি সুর-
প্রান্তে, করযোড় করি, কহিলা কুমারে
লক্ষি। "ক্ষেমঙ্করীসুত, স্মর দেবশিল্পি-
বরে। এই রণে বিবিধ আয়ুধ, বলি,
হানিয়াছ জানি দৈত্য পরে। দেবগণ
আপন আয়ুধ সবে হানিলা বিক্রমে ;
দৈত্যকুল নিজ নিজ পরাক্রম রণ-
ক্ষেত্র মাঝে দেখায়েছে দীর্ঘ দিন। কিন্তু
যেই অস্ত্র সুর-শিল্পী বিদায়ের কালে
দিলেন তোমারে, সুধি, চিরসঙ্গী ব'লে,
বারেক গ্রহ সে অস্ত্র ব্যবহার তরে।
ক্ষমা কর সেনাপতি। গ্রহিয়াছ তব
রাজ্য নিজ ভুজবলে ; আর কি বিবাদ
এবে ? দৈত্যপতি কিসে দোষী কহ ? মূর্চ্ছা-
গত যোধে, নহে প্রহারিতে বীরধর্ম্ম।
জাগাই দৈত্যেশে, দূর কর শ্রান্তি, বলী ;
পুনঃ অস্ত্র ধরিবে নিমেষে। বিরূপাক্ষ
নাম মোর।" নাম শুনি শিহরিলা সুধী !

কহিলা তখনি ; "গ্রহিলাম বাক্য তব ;
সারগর্ভ বাণী। লভিলাম উপদেশ।
জাগাও অসুরে ; বিপক্ষ যদ্যপি বীর,
বীরধর্ম্ম, পূজে সে বীরেরে। না লইব
অস্ত্র এবে।" সেনাপতি সহ শচীপতি
নিবারিলা রণোন্মাদ। নারিলা রোধিতে
দেবগণ রণোল্লাস। পবন, বরুণ,
বহ্নি, দেবদল যত, নিমেষে করিলা
বন্দী দৈত্যেন্দ্রে তখনি ; বাঁধিলা সুদৃঢ়
বাঁধে। রণবাদ্য বাজিল অমনি ভীম
দাপে জয়বার্ত্তা। মহা কোলাহলে সুর-
গণ, বহুকাল পরে, প্রবেশিলা স্বর্গ-
পুরী। মন্দাকিনীতটে, শৈলাগারে,
রাখিলা বন্দীর সম দৈত্যেন্দ্রে দিতিজ।
রুষিলেন সেনাপতি, বাসব রুষিলা।
কিন্তু রণজয়ী সুর-বৃন্দে, কোন্ সেনা-
পতি পারে নিবারিতে তবে, রণমত্ত ?
দেবজয়ী দেব-রিপু দেবপুরী মাঝে
হইলেন রণবন্দী। স্বরাজ্য অমরা
স্বীয় কারাগার সম হইল এ দিনে।
না জানিলা, না বুঝিলা, কেমনে কোথায়
আইলা দৈত্যেন্দ্র আজি। শুনিলা জাগিয়া

মন্দাকিনী কুলুস্বরে বহিছে তেমতি,
বহিত যেমতি নাচি তরঙ্গ-উচ্ছ্বাসে
দৈত্যের সুখের দিনে, অমরা বেষ্টিয়া।
এ ভাবে সে কারাগারে জাগিলেন বলী।
বিকটাক্ষ বিশ্বপ্রান্তে ভ্রমিতে লাগিল,
দিশাহারা ; মহোচ্ছ্বাসে পূরি বিশ্বরাজি।

অষ্টম সর্গ।

মন্দাকিনীতটে আজি বন্দিশালা মাঝে
অসুরেন্দ্র, অহী যথা বিবর মাঝারে
মন্ত্রমুগ্ধ, হৃতবল। লোচন ফিরায়ে
দেখিছেন বারিরাশি স্বচ্ছ নীলাময়।
দেখিছেন বিস্তীর্ণ প্রান্তর দিব্য, স্বচ্ছ-
আবরণে হ'তেছে ফলিত নেত্রে দূর
ছায়া সম। হেরি ছায়া উঠিতে লাগিলা
বলী অকস্মাৎ, বাহু আস্ফালিয়া ; কিন্তু
নারিলা নড়িতে তিলমাত্র, স্থান হ'তে ;
অবশ যেন বা দেহ বিকল। বুঝিলা
অমনি সুধী। নিশ্বাসি গভীর, কহিতে
লাগিলা ভক্ত, উদ্দেশি মহেশে। "ওই যে
পতিত দৈত্য, লক্ষ লক্ষ প্রাণী, কি ফল
সাধিলে কহ বধিয়া উহারে ; কি ফল,
মোরে কহ কৃপা করি, উমাপতি ! হায়
ভেবেছিনু, নিবসি এ পুরে, শিখাইব
তমোময় জীবে দেবের পবিত্র সত্ত্ব।
এই কি সে পরিণতি ? জীবক্ষয়ে,—বৃথা
জীব ক্ষয়ে,—ক্ষম নাথ,—কি ফল জগতে ?

ভেবেছিনু পালি রাজধর্ম্ম, কর্ম্ম সূত্রে
সুকৃতি বন্ধন বাঁধি, জন্মজন্মান্তরে,
পূত হ'য়ে, পূত পদযুগ তব সেবি
নিত্যকাল, রহিব আনন্দে মগ্ন। কৈ
কোথা আশা, কোথা আশাতরু, কোথা ফল ?
স্বগণ নিধন এবে, নিজে বন্দী হ'য়ে
যাপিছি দিবস নিশি। এই কি তোমার
ভকতির পরিণতি ? হে শম্ভু, পিণাকী,
কে আর পূজিবে তোমা, ত্রিজগতী-তলে,
ভক্তে হেন দশা যদি ? সহস্রাক্ষ কামী
অত্যাচারী, জয় তার ? পরাজয় রণে
চিরভক্তে ? আমি ত কখন, রাজধর্ম্ম,
নিত্যধর্ম্ম করিনি লঙ্ঘন ? তবে কেন
পিতঃ! হেন দশা করিলে আমারে, দেব-
করে ? স্বগণ আত্মীয় বুঝি ? পরজন
বুঝি ভক্ত, চিরদাস তব ? তাই যদি
সত্য কথা, চাই না তোমারে ব্যোমকেশ ;
রটিবে কলঙ্ক নিত্য তোমার ও নামে,
মহেশ্বর। জন্ম যদি ভবে, মৃত্যু বিধি-
বশে অনিবার্য্য ; নাহি খেদ তাহে তিল-
মাত্র। কিন্তু কুমার-সংগ্রামে পরাভূত,
এ কলঙ্ক সহে না পরাণে, আশুতোষ।

এ মসী নীলিমা কিসে প্রক্ষালিব বল ?
হে শূলি, তোমারি কৌশল সব ; নতুবা
কি কভু নির্লক্ষ্য শূলের ঘাতে, তারক
অসুর সন্তাপিত ? দুর্ব্বল, যেমতি
শিশু সম। এখনও উঠিলে, খেদাইতে
পারি দেবগণে সুদূর ত্রিদিব-অন্তে।
কিন্তু কে হরিল বল ভুজে ? হে শঙ্কর,
কিঙ্কর তোমার দাস, চিরদিন তরে ;
কি গৌরব তেয়াগিলে তারে ? হায় শম্ভু,
ব্যোমকেশ, ভকত-বৎসল, উমাপতি,
ক্ষম দাসে, ক্ষম দয়া—”এত কহি শূর
অসুর-ঈশ্বর মূর্চ্ছিলা সে কারাগারে,
মহাশক্তিসেবী শম্ভুসুত। তমোহর
যেন তেজোহীন, মূর্চ্ছিলা সায়াহ্নে দেব
ঘোর অন্ধকারে, সিন্ধুতলে। হেথা ব্যোম-
কেশ-শিরে কৈলাসশিখরে, নড়িল সে
জটাজূট, ঝরিল গলিয়া জটা-নিবা-
সিনী বারি। জাগিয়া সুধিলা শম্ভু নন্দী
অনুচরে। “কে করে স্মরণ মোরে, কহ
ত্বরা করি, নন্দীবর, কে স্মরে বিপদে ?”
উত্তরিলা অনুচর করযুগ জুড়ি ;—
“বন্দী ইন্দ্রপুরে আজি, প্রভু, দৈত্যপতি

তারক অসুর ভক্ত তব। স্মরিছেন
এ বিপদ্‌কালে।” শুনি ধাতা আদেশিলা
“যাইতে তাহারে দৈত্য পাশে; বুঝাইতে
তথ্য কথা; নিবাইতে পরাজয়-ক্ষোভ;
সফল করিতে তার জনমের আশা।
কিন্তু পূত করি আগে পঙ্কিল হৃদয়
তার, সমল এবে কুচিন্তা-চিন্তনে, কু-
ক্রিয়া সাধন দোষে।” নন্দীবর বুঝিলা
নিমেষে প্রভু-নিযোজিত কর্ম্ম; চলিলা
লক্ষি সহস্রাক্ষপুরে, দ্রুতগতি। পশি
দৈত্য-কারাগারে হেরিলা অসুরে মূর্চ্ছা-
গত; চেতনিলা মুহূর্ত্তে তাঁহারে। ঊষা
যথা মেঘাবৃত মলিন তপনে। জাগি
বলী হেরিলা সম্মুখে শম্ভুচর; কর-
যোড়ে বন্দিলা নন্দীরে ভক্তিভাবে। “এস
হে শ্মশানচারি, হৃদয়ে আমার; কহ,
নাথ, কি হেতু দারুণ দুঃখ, মরুময়
হৃদয়ে আমার, দিলে অকারণে প্রভু?
আমি ত, পিণাকি, হৃদয়ে কাহারও ব্যথা
দেইনি কখনও। তবে কেন শূন্য হৃদি
মোর; শূন্য তব সিংহাসন? দরশন
দেও, প্রভু, আপনার বেশে! কেন বৃথা

এ ছলনা? কোথা জটাজূট? কোথা সেই
শুভ্র তুষারের ছটা, লীলাময়?" হাসি
সুমধুর হাসি, ভাষিলা মহেশ-চর
অসুরগোচরে মৃদুভাষে। "মহেশ্বর-
আদেশে এ পুরে আগমন আজি মম।
নাম নন্দী, সদা সেই শঙ্কর-কিঙ্কর।
জ্ঞানী তুমি শূরশ্রেষ্ঠ; এ বিলাপ, কভু
সাজে কি তোমারে, সুধি? জয় পরাজয়
দেব-রণে দানবের নিরর্থ সততই;—
ভুলিলা কি তথ্য কথা, হে দৈত্য-শেখর
সুরারি; কেমনে কহ, মোহিলা অসুর-
পতি, এ সঙ্কটদিনে? কুমার তোমার
সহোদর, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তুমি; মহামায়া-
লীলা সুধু দেখাইলা শিশু তব অগ্রে।
এ বিগ্রহ ভ্রাতৃদ্বয় মাঝে; পরাজয়
কিবা জয়, উভে উভ সনে, তুল্য কথা।
বরঞ্চ বিজয় তব, এ পুণ্য সমরে
ধন্য তুমি, মহাধন্বী।"
　　　　　　"স্বপনের কথা
সম শুনিছি বারতা তব," কহিলেন
বন্দী আজি; "হে নন্দী-কেশরি! ভাগ্যদোষে
বিপদে পতিত জনে, উচিত কি উপ-

হাস ? মহেশের যা' ছিল বাসনা, এত
দিনে পূরাইলা যোগী। বিফল করিলা
ধাতা চির আশা ; এ জীবন করিলেন
শূলী মরুময়। স্বজন আপন তাঁর
ভক্ত পর বুঝি ? ইন্দ্রিয়বিলাসী ইন্দ্রে,
অত্যাচারী সহস্রাক্ষে, দয়া, বিরূপাক্ষ,
তব। দোষী তব পাশে চিরভক্ত, তব
চির দাস ? হায়, মহাতপে, মহাক্লেশ
সহি, লভিনু যে দিব্য বর, আশুতোষ,
কেমনে ভুলিলা কহ, সেই অঙ্গীকার,
প্রভু ? এ কি লীলা, বুঝিব কেমনে ? নহে
অপারক, তারক অসুর, সুর-রণে ;
জান সে সকলই, দেব ; বৃথা স্মৃতি-দাহ।
কিন্তু এ নহে বিগ্রহ কভু ; জীবনের
পরিণতি সনে জড়িত এ বিধি-চক্র।
তেঁই সে বুঝিনু ব্যর্থ চির আশা আজি ;—
লক্ষ লক্ষ জীব, দেব, নিমগ্ন সলিলে
অতল ; কি মাহাত্ম্য কহ, সুধি, ডুবায়ে
এ সবে তমোময় মহাহ্রদে ? যেমতি
বাসনা শিবে হউক তেমতি। নহেক
আপন তরে, এ কঠোর ক্রিয়া মোর ; এ
সার কথা জানেন সর্ব্বজ্ঞ তিনি। নাহি

যদি কর সফল আপন বর, নাহি
অনুকূল দয়া তারক অসুরে যদি ;—
প্রতিকূল তেজ শুধু হরি লন প্রভু ;
এই ভিক্ষা তব পদে, কহিও ধাতারে
পূজ্যতম। আর কিছু নাহিক সাধনা।
সম্বরিলে প্রতিকূল প্রভা, দেখি লও,
একা দৈত্য এ জীবনে পারে কি সাধিতে
সুর-চর। এই ভিক্ষা মাগি।” “হেন মোহ,
শোভে কি তোমারে, বিজ্ঞ তুমি ? হায়, দৈত্য-
পতি, অবিদিত কিবা তব কাছে তথ্য
কথা ? কিবা আমি বুঝাইব তোমা ? শম্ভু
কি বিরক্ত কভু অনুরক্ত জীবে ? নিজ
পবিত্রতাবলে ভক্তি-রজ্জু ধরি, কর্ষে
মহেশ্বরে যেবা, মহেশ্বর সদয় সে
জীবে। কিন্তু পবিত্রতা-হীন ভক্তি, শক্তি-
হীন রজ্জু সম নিষ্ফল কর্ষণে। গণি
দেখ মনে, দৈত্যপতি,—বিরাম যে কালে
লভিলা কুমার সহ দেবরথী যত,
তব বাক্যে নিঃশঙ্কে বিশ্বাসি, অসতর্ক
হ’য়ে ; কেমনে সে কালে, কৌশলে পড়িলা
তুমি দৈত্যচমূ লয়ে, দেবব্যূহ পরে
মহারবে। বীরধর্ম্মে দিয়া জলাঞ্জলি,

আঘাতিলা নিরস্ত্র অরিরে? কহ, বীর,
একি বীরধর্ম্ম? তেঁই সে রুষিলা শম্ভু;
ভাগ্যবৃক্ষে তব অকালে ফলিল বিষ-
ফল। শাঠ্য, কপটতা, এ বিশ্ব মাঝারে
মহা বিষ; দহে ধর্ম্ম এ গরল-দাহে।
তার পর—অনুচর, কিবা স্বগণের,
অনন্ত কুক্রিয়াবশে, পূর্ণ ভাগ্য-ভাণ্ড
তব হয়েছে ছুরিতে। তুমি দৈত্যপতি,
তুমি রাজা; দৈত্যের ছুরিত যত, তব
ভাগ্যে সতত প্রতিফলিত হইয়াছে
শূর সুনিশ্চিত। সহস্র তটিনী সেবে
বারিপতি সদা; তেঁই তিনি পঙ্কিল
বরিষে, সমল যবে তটিনী কর্দ্দমে।
এই জীবক্রিয়াস্থলে, ব্যর্থ নহে কর্ম্ম-
ফল কভু; ভাল মন্দ অনন্ত আলেখ্যে
রহে লিপিবদ্ধ যেন; জান সে সকলই
তুমি, কি আর কহিব। কিবা জঠরের
ভ্রূণ, কিবা শিশু, যুবা বৃদ্ধ কিবা, যেই
কর্ম্ম করে জীব এ বিশ্ব মাঝারে, ফলে
ক্রিয়া তার সুসময়ে, নহে ব্যর্থ পণ্ড
কভু; সুফল কুফল তার যথাবিধি
উপজে সময়ে। ছুরদৃষ্ট তেঁই তোমা,

সুধি, জন্মিয়াছে যথাকালে। যেই মত
ভাবনা তোমার চিরদিন, সাধনাও
হবে সেই মত গুণিশ্রেষ্ঠ। কিন্তু আগে
প্রক্ষাল কলঙ্ক-মসী, নিবিড় নীলিমা ;
পরে সিদ্ধ মনোরথ তব।"

নীরবিলে
নন্দীশ্বর, বন্দি করযোড়ে, আরম্ভিলা
সুর-অরি গদগদ স্বরে ;—"হায়, দেব,
জানি সে সকলি আমি, অজ্ঞাত সে নহে।
মজিনু স্বগণদোষে ; কিন্তু প্রধানতঃ
নিজ দোষে দোষী জীব এ জীব-জগতে।
জগতের এ ভীম জনতা মাঝে, কোন
বলে কর্ম্মী কহ, একাকী হইবে ভবে
চির রণজয়ী। সঙ্গী তেঁই অনিবার্য্য।
কিন্তু সৎসঙ্গ সুদুর্লভ ভবে। সঙ্গ-
ফলে চিন্তা, চিন্তা ক্রিয়া-প্রসূ, তাহে ভোগ।
কিন্তু নাহি দোষি আমি অন্য জনে কভু।
জীব সে স্বতঃই মুক্ত এই তিন লোকে।
সঙ্গ, চিন্তা, ক্রিয়া,—ত্রি পথেই মুক্ত জীব।
প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি, তাহে স্বেচ্ছাধীন জীবে।
বিকটাক্ষ কভু, পারিত কি ডুবাইতে
অনন্ত দৈত্যের কীর্ত্তি? এই জীবনের

একমাত্র হৃদয়েশ শম্ভু আশুতোষ ;—
তুমিই ঘোষিলা, প্রভু নিদয় এ জনে।
নয়ন মুদিয়া ধ্যানে, মনঃ-সিংহাসনে
না হেরিনু মহেশ্বরে। উন্মাদ হইনু,
তখনই হইনু, দেব, বাহ্যজ্ঞানহত।
মনে হ'ল যেন, এখনি ডুবিব পুনঃ
তপের সাগরে, লভিবারে তপোধনে।
তারকের একমাত্র মণি, হারাইল
যে মহাসাগরে, পশিব তাহে, পশিব
এখনই, তিলার্দ্ধ না করি ব্যাজ। কিন্তু
দেব-দাবানল বেষ্টিয়াছে চারি দিকে
বিশ্বনাশী তেজে, কেমনে, কহ, অসংখ্য
দৈত্যেরে, চির-অনুচর মোর, সমর্পি
জ্বলনে, ত্যজি রাজ্যভার আমি ? ভাবিনু
এখনই পশি সম্মুখসংগ্রামে, নিবাই
এ উগ্র দাহ, বিগ্রহ-সলিলে ; বিষের
ঔষধই বিষ বিদিত জগতে। হা, শম্ভু,
হায়, হৃদয়েশ, তোমায়(ই) লভিতে, তব
পদছায়া, প্রভু, লভিবার তরে, হ'য়ে
আত্মহারা, ডুবিনু অতল হ্রদে, চির-
দিন তরে। কিন্তু চিরদিন তরে, নাথ,
তেয়াগিলে তুমি, না ত্যজিব পদপ্রান্ত

ভব। কর দয়া, ব্যোমকেশ, কর উমা-
পতি। রক্ষ, ভূতনাথ, ডমরু নিনাদি।
ঐ মহা হ্রদ হ'তে—ঐ দেখ,—নিবার—
নিবার, শূলী,—ঐ দেখ, ধাইছে প্রমত্ত
সম দৈত্য এক মহাভয়ঙ্কর, নগ্ন-
দেহ, কঙ্কাল যেন বা, যেন বা সে ছায়া
অনুরূপী। হাড়ের ঝঞ্চনে নিনাদিছে
অনম্বর। জ্বলিছে বিকট বহ্নি প্রতি
শ্বাসক্ষেপে, নাসাপুটে। শোণিতে প্রলিপ্ত
দেহ। লোল জিহ্বা, দ্বিধা খণ্ড হ'য়ে, কভু
কভু বাহিরিছে, মুখের গহ্বর ভেদি;
চাটিয়া তুলিছে সে রুধির সর্ব্ব অঙ্গ
হ'তে; অমনি আবার, বরিষার স্রোত
সম, ঝর ঝর রবে, বেগে বাহিরিছে
লোহ-ধারা। পশ্চাতে তাহার অগণিত
জীবব্রজ, ছায়া সম ভাতিছে নয়নে;
ছুটাছুটি করিতেছে আকাশ-প্রান্তরে।
কভু ঘনঘটা সম বিদীর্ণ করিছে
ব্যোম-কর্ণ, কভু বা সে বিকট জ্বলনে
দহিতেছে নেত্র মোর। কভু বা ব্যাদানি
বক্ত্র, বিশ্বনাশী কোলাহল করি, বাহু
তুলি ধাইছে আমার দিকে। গ্রাসিল।—ঐ

দেখ,—বিঁধি বক্ষ মহাশূলে, উঠাইল
শূন্য ভেদি, অন্তহীন সীমাহীন দেশে।
রক্ষ, রক্ষ, মহাশূলি ;—প্রলয়-কম্পনে
কাঁপাইছে ভয়ঙ্কর। ফেলিল—ফেলিল,—
নাথ, জ্বলন্ত অগ্নির কূপে ; তরঙ্গিত
ধূমপুঞ্জ, বেষ্টিয়াছে এবে, লোলজিহ্ব।
কর ক্ষমা। নহে দোষী—তব তরে—জীব।”
কহিতে কহিতে ভাষা, জড়িত রসনা,
বহু লোহক্ষয়ে ক্ষীণ অসুরেন্দ্র বলী,
মুদিলা নয়নদ্বয় ; অন্তিম প্রয়াণে
চলি গেলা প্রাণবায়ু বিমান প্রদেশে।
ঢলিয়া পড়িল দেহ মনঃ-শিলাতলে।
কাঁপিল সে বৈজয়ন্ত, দিগন্ত যুড়িয়া
টলমলে। ভীম রবে নিনাদিল মেঘ-
দল ; বারিরাশি উঠিল গরজি ; মহা-
বেগে বহিল প্রবাহ, ভেদি গিরিদেহ
অসংখ্য অযুত স্থলে। মহাদ্রুমরাজি
মড় মড়ি পড়িল ভাঙ্গিয়া গিরিদেহে।
বনচর শূন্যচর প্রাণী, মহাতঙ্কে
পালাইলা গভীর গহ্বরে, পূরি দেশ
ঘোর কোলাহলে। বুঝিলা নন্দী কেশরী,-
এই জীবনের লীলা ফুরাইল আজি

দৈত্যবরে। গত ভক্ত-শ্রেষ্ঠ আজি। গত ?
হের সাবধানে। ভক্তের জীবন কভু
হয় কি নির্গত, নাহি লভি ভক্তিফল ?
তাও কি সম্ভবে ? স্তম্ভিত অসুরপতি,
লোহ-ক্ষয়ে মোহ-সমাগত ;—তাই বুঝি
হইয়াছে বীরে। ঝরিল বারি নন্দীর
নয়নে ; ঝরিলা যেমতি জাহ্নবী, হায়,
মহেশ্বর-জটাবিহারিণী, অসুরেশ-
নিধন-আক্ষেপে। স্মরিলা কুমারে নন্দী ;
মুহূর্ত্তে আইলা তিনি, যথায় পতিত
দৈত্য, রিপু, দূর হ'তে শত হিমালয়
সম ভাতিছে নয়নে। হেরি দৈত্য গত-
জীব সম, কহিলা কুমার কার্ত্তিকেয়।
"ধন্য তুমি, বীরশ্রেষ্ঠ, ধন্য ত্রিজগতে ;
পরম সৌভাগ্যবান। এই ইন্দ্রপুরে,
তব কীর্ত্তি, তব যশঃ ঘোষিবে অনন্ত
কাল উজলি চৌদিকে। তুমিই অমর।
কত উৎস প্রীতিপূর্ণ, ঝর ঝর ঝরে
ঝরিছে শৈলের অঙ্গে তোমার প্রসাদে,
বিতরি সলিল, মরি, অবারি প্রদেশে,
সুশীতল। স্বর্গের শ্যামল ক্ষেত্রে, তব
সুযতনে, স্বর্ণচূড় শস্যরাজি কত,

নাচিছে তরঙ্গ তুলি, নয়নরঞ্জন।
ফল ফুলে নবীন উদ্ভিদ, শোভিতেছে
সুউদ্যানে। দিব্য তেজোময় সেতু, গ্রহ
উপগ্রহে, বাঁধিয়াছে স্নেহবন্ধে, কিবা
শোভাময়। ধন্য বীর, গুণিশ্রেষ্ঠ, তুমি
ত্রিজগতে। হায়, হইবে কি শুভ দিন
হেন, তোমারই মতন যবে, সাধি নিজ
কাজ, বর্ম্ম-সুশোভিত দেহে রণক্ষেত্র
পরে, শুইবে এ দেবাধম, চিরন্তন,
অনন্ত শয়নে?” কথা না হইতে শেষ,
মহা বেগে ছুটি, আলিঙ্গন করিলেন
গাঢ় প্রেমভরে দৈত্যবরে। করজোড়ে
কহিলা নন্দিকেশর, “অমর সম্বোধে,
সম্বোধিলা দৈত্যে, দেব; হউক সফল
তব বাক্য, সদা সত্যভাষী।”
নীরবিলা
দেবচর। কুমারের দেহ-পরশনে,
ততোধিক বিভীষিকা ভীষণ দর্শনে
পবিত্র হইল মহা দৈত্য। কতক্ষণে,
বম বম রবে পূরিল নভোমণ্ডল,
ত্রিদিব পূরিল। বাহিরিল রুদ্ধ শ্বাস;—
লিঙ্গদেহ সহ মিশি প্রাণ-বায়ু এরে

বাহিরিল স্থূল কায় ছাড়ি। নন্দী
দেবাদেশে আনিলেন মায়া-দত্ত শূলে,
রণ-জয় তরে যাহে পাঠাইলা উমা,
আনিলা বিজয়া। পরশি শূলাগ্রে লিঙ্গ-
দেহ, দিলেন দেবত্ব শূর কুমার সে
দেহে। আবাহন করি দেবদলে, একী-
কৃত করিলেন কুমার দৈত্যেরে দেব-
সহ। দৈত্যকুল যত, মূর্চ্ছাগত রণ-
ভূমে, দেবাদেশে দেবদলে প্রবেশিলা
সবে। নারিল পশিতে শুধু অমঙ্গল-
হেতু-ভূত দৈত্য কতিপয়, দেবদ্রোহী।
সুরনারীকুল বরষিল পুষ্পবৃষ্টি,
মহোল্লাসে মাঙ্গলিক ধ্বনি, মুহুর্মুহুঃ
ধ্বনিল বিমানে। সেই হ'তে—জীবনের
মহাব্রত হইল সফল দৈত্যনাথে,
আর আর দৈত্যকুল সহ। শিখিল সে
দেবের পবিত্র সত্ত্ব তমোময় জীবে।

সমাপ্ত।